শ্রীশ্রীহরি।

জ্ঞানানন্দ পদাবলী।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত।

আত্মতত্ত্ব ও ষট্‌চক্র বর্ণন।

মহাত্মা তুলসীদাসের দোঁহা।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা সংশোধিত।

শালিগ্রাম বাসাসন, কবিশরণ মধুসূদন,

মধুমক্ষিকা মধুর সংগৃহীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৯ আহীরীটোলা।

১২৮৪।
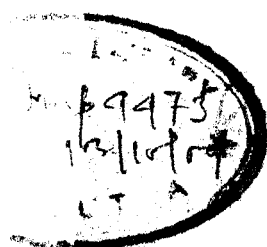
রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী।

শ্রীশ্রীগণেশ ভাস্কর রুদ্র কেশব কৌশিকী তথা।
আদ্যাশক্তি মহামায়া, মায়াশক্তিময়ং শিবং।
শিবশক্তিময়ং বিষ্ণু, বিষ্ণুশক্তিময়ং জগৎ ॥
পূজা অষ্টগুণং জপং জপমষ্টগুণং ধ্যানং
ধ্যানমষ্টগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥
পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব, পাশমুক্ত সদাশিবঃ।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্‌দরশনে না পায় দরশন ॥

মায়ের ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরে, প্রকাণ্ড উদর কেমন। ষড়্‌দরশনের অন্ধগুলা, বেদে দিলে চখে ধূলা, সে জানেনা যে জ্যেষ্ঠা মূলা, হয়েছে তার পরম কারণ ॥ মূলাধারে সহস্রারে, সদাই যোগী

করে মনন। বাঁধা পদ্মবনে হংস সনে, হংসী রূপে কর মিলন ॥ আত্মারামের আত্মা কালী, রামের আত্মা সীতা যেমন। ঐ যে কালীর মর্ম্ম কাকে জানে, দ্বিতীয় কে আছে এমন ॥ প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝেনা ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

তাই কালোরূপ ভাল বাসি।
ভুবন মনোমোহিনী মুক্তকেশী ॥

কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেবঋষি। যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালো রূপ তার হৃদয়-বাসী ॥ কালোবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী। হলেন বনমালী কৃষ্ণ কালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥ প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালো রূপে মেশামিশি। ও মন একে পাঁচ পাঁচেই করোনা দ্বেষাদ্বেষী ॥

কৃষিতত্ত্ব পদ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ও মন এখন একতারা আছে, চুটিয়ে ফসল কেটে লেনা ॥ কালী নামের বেড়া দে মন, ফসলে তছরূপ হবেনা। ও মন মুক্তকেশীর শক্ত

বড়া তার কাছেতে যম যাবেনা ॥ গুরুদত্ত বীজ রুয়ে, ভক্তিবারি ছেঁচে দেনা। তুই একা যদি না পারিস্ তো, রামপ্রসাদকে টেনে লেনা ॥

এবার কালী কুলাইব।
কালী কয়ে কালী বুঝে লব ॥

কালী ভেবে কালী হয়ে, কালী বোলে কাল কাটাব। আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব ॥ সে যে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব। আমার মনযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥ কালীপদের পদ্ধতি যা মন তোরে তা জানাইব। আছে আর যে ছটা, বড় ঠেঁটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥ প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব। আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী বাত না ছাড়িব ॥

বেড়াইতে যাইবার পদ।

আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরুর তলে গিয়া, [illegible] ইতে পাবি ॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত জায়া, [illegible] নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। ও মন বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, কাজের কথা তায় সুধাবি ॥ শুচি অশুচিরে লয়ে, [illegible] ঘরে কবে শুবি। যখন দুই সতীনে প্রীত

হবে, তবে শ্যামা মাকে পাবি ।। ধর্ম্মাধর্ম্ম অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি। যদি না মানে নিষেধবাক্য, জ্ঞান খড়্গে ছেদ করিবি। অহ অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি। মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে র প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূর হতে বুঝাই যদি না শুনে সে প্রবোধ জ্ঞান, সিন্ধু মাঝে ইবি ।। প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের জবাব দিবি। তবে বাপু বাছা বাপের মনের মতন মনরে হবি ।।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ।।

কিন্তু বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের শকে মরণ বলে। শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণে, হারালি চিরকালে ।। কেউ বলে ভূত প্রেত কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি, কেউ বলে সা পাবি, কেউ বলে নির্ব্বাণ মেলে ।। এক ঘ ন কা ্, পঞ্চ অংশে ি ন জুলে। সে ল আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চ প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবিরে কালে। যেমন জলবিম্ব জলে উদয়, লয় হ মিশায়ে জলে ।।

এ বার আমি ভাল্ ভেবেছি।
কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ॥
ও মন আর কি শমনভয় রেখেছি।
কালী নাম ব্রহ্ম, জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ত্যজছি ॥ যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি। ঐ যে কিবে দিবে কিবে রাত্রি, সন্ধ্যারে বন্ধ্যায় গণেছি ॥ ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিরে ভাল ভুলায়েছি। রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, সত্বগুণে মন দিয়েছি ॥ তারা নাম সারাৎসার, আপ্ত সার সিক্কায় বেঁধেছি। ও মন দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ করেছি ॥ প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি। লয়ে কালী নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি ॥

ঘরের পদ।

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা। ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥ অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা। এ সংসারেতে সংসেজে, ঘর হলো গো দুঃখের ভরা ॥ রামপ্রসাদের কথা

লও মা, এ ঘরে বসতি কর। ঘরের কর্ত্তা যে জ
স্থির নহে মন, ছজনেতে কর্লে সারা ॥

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে উনমত্ত আঁধার ঘরে ॥

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে বি
ধর্ত্তে পারে ॥ মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার
শক্তিসারে। ওরে কোটার ভিতর চোর কুঠারি
ভোর হলে সে লুকাবেরে ॥ ষড়দর্শনে দর্শন মে-
লেনা, আগম নিগম তন্ত্রসারে। সে যে ভক্তি র-
সের রসিক হয়ে, সদানন্দে বিরাজ করে ॥ সে ভাব
লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে
ধরে ॥ রামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি
যাঁরে। সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ি, বুঝে লও
মন ঠারে ঠোরে ॥

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥

রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবিলেম না কি হবে
পাছে। সে যে চিত্রগুপ্ত বড় শক্ত, যা করেছি তাই
লিখেছে ॥ জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকি
জের টেনেছে। যার যেমন কর্ম্ম তেমি ফল, কর্ম্ম-
ফলের ফল ফলেছে ॥ জমায় কমি খরচ বেশী

রবো কিসে রাজার কাছে। ঐ যে রামপ্রসাদের
মনের মধ্যে কেবল, কালী নাম ভরসা আছে ॥

আমায় দে মা তকিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি ॥

পদ রত্ন ভাঁড়ার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে
নারি ॥ ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা
ত্রিপুরারি। শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা
রাখ তাঁরি ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মা-
। আমি বিনিমাহিনা চাকর কেবল
ধূলার অধিকারী ॥ যদি তোমার বাপের
ধর, তবে বটে আমি হারি। যদি আমার বাপের
ধারা ধর, তবেতো মা পেতে পারি ॥ প্রসাদ বলে
এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি। ও পদের
মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছো গো মা সংসারী ॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে মা, এসংসারো সবারি। ওমা
তুমিও কোন্দল করেছো, বলিয়া শিব ভিখারী
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মেরো উপরি
বিনাদানে মথুরা পারে, যাননি সে
নাতয়ানি কাচ কাচ মা, অঙ্গে
ওমা কোথায় লুকাবে

রী ॥ প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হ-
ভারি। যদি রাখ পদে থেকে পদে, পদে পদে বি
পদ সারি ॥

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥

ভবে এসে ভাবছ বসে, কালেরে তোর ভয় কি
এত। ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কালো মায়ে
পদানত ॥ ফণী হয়ে ভেকে ভয়, এ যে বড় অদ্ভু
-রে তুই করিস কি কালে ভয়ে চ-
॥ একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পা-
ত। ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে
সে হয় রে ভীত ॥ মিছে কেন ভাব দুখে, দুর্গা
দুর্গা বল মুখে, যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে
তোমার তেম্নি মত ॥

আমি কি আটাশে ছেলে।
ভয়ে ভুল্‌বো নাকো চখ রাঙ্গালে ॥

-বের সইমোহরের দলীল, রেখেছি এই হৃদ্-
যখন মকদ্দামার মিছিল হবে, ডিক্রী লব
-ল। মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে
তখন ক্ষান্ত হব শান্ত করে, আ-
॥

মায়া রে পরম কৌতুক।

মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জন লুটে সুখ॥ আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক। আমি কেবা আমার কেবা, আমা ভিন্ন আছে কেবা, ও মন কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব সুখ দুখ॥ দীপ জ্বলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখেরে একটুক॥ প্রাজ্ঞ অট্টালিকা থাক, আপনি আপনা দেখ, রামপ্রসাদ বলে মশারি, তুলিয়া দেখরে মুখ॥

এ সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥

ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে প্রপাটী॥ প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি। যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যিটি॥ গর্ভে যখন যোগে তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী। ও যে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়াদড়ি কি রূপে কাটি॥ রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী। আগে ইচ্ছা সুখে পান করিয়া, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥ আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি

ওমা যা ইচ্ছা তাই কর, মা তুমি গো পাষাণের বেটী ॥

(অচ্যুত গোস্বামীর উত্তর।)

এ সংসার সুখের কুটি।

যার যেমন মন তেম্নি ধন, মনের কর রে পরিপাটী ॥ ওহে সেন অল্পজ্ঞান, বুঝো কেবল মোটা মুটি। ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটী ॥ জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ক্রুটি। সে যে এ দিক ও দিক দু দিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি ॥

এই দেখ সব মাগীর খেলা।

মাগীর আপ্ত ভাবের গুপ্তলীলা ॥

সগুণে নির্গুণ বাঁধিয়া বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাংচে ডেলা। মাগী সকল সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥ প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়া ভেলা। যখন জোয়ার আসিবে উজিয়া যাবে, ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥

মন করোনা সুখের আশা।

যদি কালীপদে লবে বাসা ॥

হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তাইত শিবের অন্তদশা ॥ সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কষা। হয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজে আলয়,

বনে গমন হেরে পাশা ॥ হরিবে বিবাদ আছে মন, এ কথায় করোনা গোসা। ওরে দুখেই সুখ সুখেই দুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥ মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পুরাইবে আশা। লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবেনা রতি মাষা ॥ প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা। ওরে যতনের ধন কররে যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥

এক ভট্টাচার্য্য রামপ্রসাদকে বীরাচার বলিয়া, বিদ্রূপ করিয়াছিল তৎক্ষণাৎ তার গান করিলেন।

রসনা কালী নাম রটরে।

মৃত্যুরূপা নিতান্ত আজ, ধরেছে তোমার জটে রে ॥ মহাবিদ্যা যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজদেছে ঘট পটে রে ॥ রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস, তুমি গান কর পান কর, সেই পাত্রের পাত্র বট রে ॥ সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম, কবে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকট রে ... শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, দ্বিঅক্ষর কর মনে, ... বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাট রে।

রসনায় কালী কালী বোলে।

আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥

সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতূহ

আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে॥ খালি মদ খেলিই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে। যা আছে কর্ম্ম কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে॥ দেখাদেখি সাধে যোগ, সিজে কায়া বাড়ে রোগ, মিছামিছি কর্ম্ম-ভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥

(চড়ক সন্ন্যাসের পদ।)

ওরে, মন চড়কী চড়ক কর এ ঘোর সংসারে। মহাযোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে না চিন উহারে॥ যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু, যুবতীর উরে ওরে। কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাঁহারে॥ ঘরে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক, বৃন্দাবলী খেমটা চালি, বা-জায় বারে বারে॥ কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্য হে তোমারে॥ বেছে নিলে বাছের বাছ, দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ, মায়া ডোরে কাঁটা গাঁথা, স্নেহ বল [illegible]র॥ প্রসাদ বলে বারে বার, অসারে জন্মিবে [illegible]মন রে ওরে! শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি [illegible] শ্যামা মারে॥

পতিতপাবনী তারা।

ও মা কেবল তোমার নামটী সারা॥

[illegible]সে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।

বশিষ্ঠ চিনিয়া ছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল, তদবধি হয়ে আছ, ফণী যেন মণিহারা ।। ঠেকেছিলে মুনি ঠাঁই, কার্য্য করণ তোমার নাই, ঙাঁয় সয় তয় রয়,* সেই রূপ বর্ণ পারা ।। দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা, লেগেছে দশের ভার, মনে সুধু চক্ষু ঠারা ।। পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে, দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা ।। আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ, কালায় কালায় দাওয়া ঝুঁটা, সাক্ষী তোমার বেটা যারা ।। বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে, প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা ।।

আর কাজ কি আমার কাশী।

মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণশী ।। গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ, যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ।। কাশীতে মরিলে মুক্তি, মিছে নয় শিবের উক্তি, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ।। কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, অনল দাহন যথা, হয় রে তুলা রাশি রাশি ।। নির্ব্বাণে কিবে ফল, জলেতে মিশায় জল,

* ঙাঁয় সয় তয় রয় তন্ত্র।

চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে, চতুর্ব্বর্গ
করতলে, ভাবিলে সে এলোকেশী ॥

মা সর্ব্বব্যাপিনী অন্তর্যামিণী মা, ছলেষোড়শ বর্ষীয়া
মানবী হইয়া, রামপ্রসাদ স্নান করিতে যাইতেছেন
মা পথে হাস্যবদনে কহিলেন আপনার গান শুনি-
তে আমি আসিয়াছি। রামপ্রসাদ মাতৃ সম্বোধনে
কহিলেন মা! আমার বাটীতে গিয়া বসুন আমি
শীঘ্র স্নান করিয়া আসিতেছি, পরে রামপ্রসাদ
স্নান করিয়া আসিয়া মাত্র,মা অন্তর্ধান হইয়া শূন্য-
বাণী কহিলেন আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না
তুমি কাশীতে গিয়া অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবে।

মন চলরে বারাণশী, আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়া, নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব। ঐ
বারাণশ্যাং জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর স্মরণ লব। আর
বব বম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাব॥

কাশী যাইতে পথে কষ্ট পাইয়া গান করিলেন।

মা গো আমার কপাল দূষি।
দূষি বটে গো আনন্দময়ি॥

আমি ঐহিক-সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম

বারাণশী ॥ ভারতভূমে জনমিয়া কি কর্ম্ম করিলাম আসি। আমি না ভজিলাম অভয় পদ, কোথায় পাব গয়া কাশী ॥ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বা গো, পাপ করেছি রাশি রাশি। আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়া, পথ হারায়ে আছি বসি ॥ পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসি খুসি। সাজাই যখন, কবে রোদন, প্রসাদ নয়নজলে ভাসি ॥

রামপ্রসাদ কাশীতে গিয়া সকল দেবতা দরশন করিলেন, বেণীমাধব দরশন করেন নাই,পরে অন্নপূর্ণা বেণীমাধব রূপে, রামপ্রসাদকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
ওমা নটবর বেশে বৃন্দাবনে ॥

পৃথক্ প্রণব,নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি। নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥ ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী। আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছো ত্রিপুরারি ॥ এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী। পূর্ব্বে শোণিত সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা, এবে

প্রিয় তোমার যমুনাবারি ॥ প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি। মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নারি ॥

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥

আমি বেদাগম পুরাণে কত, করিলাম খোঁজতালাসি। ও মন কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥ শিব রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশী। ওমা রাম রূপে ধর ধনু, কালী রূপে করে অসি ॥ ভৈরব ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী। যেমন অনুজ ধানকি সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥ ব্রহ্ম নিরূপণের কথা, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি। আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গয়া গঙ্গা কাশী ॥

মা ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা।
আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা ॥

চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা। আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বই রে বোঝা ॥ ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহলে শুকা হাজা। দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহল আছে তাজা ॥ প্রসাদ বলে শমন

তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা। ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে, জাননা সে পদের মজা॥

ইথে কি আর আপন আছে।
তারার জমী আমার দেহ।

ঐ যে দেবের দেব সুকৃষাণ, মহামন্ত্র বীজ বুনেছে॥ ধৈর্য্যখোঁটা ধর্ম্মবেড়া, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে। এখন কাল-চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥ দেখে শুনে ছটা বলদ, ঘর হইতে বার হয়েছে। কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপতৃণ সব কেটেছে॥ প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে। কালী কল্পতরুর বরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥

মন করিছে জানিবদারি, নেচে উঠে ছটা বাদী॥ অবিদ্যা বিমাতার বেটা, তারা ছটা কাম আদি। যদি তুমি আমি এক হই, পুরে হতে দূর করে দি॥ বিমাতা মরেন শোকে, ছটায় যদি আমল না দি। সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশা নদী॥ মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় রূপ অনাদি। ওমা তোমার পুতে সতীন সুতে, জোর-

করে কার কাছে কাঁদি ॥ প্রসাদ ভণে ভরসা মনে, বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী। ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি ॥

মা আমার অন্তরে আছ।

তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥

তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া, কতো কাচ কাচাও কাচ ॥ উপাসনা হেতু মা গো, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ। যে পাঁচ ভেঙ্গে এক করেছে, তার হাতে কেমনে বাঁচ ॥ বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ। যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ ॥ প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ। তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ ॥

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।

কাল মত্ত মাতঙ্গের না কর আতঙ্গ ॥

অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ, মকরন্দ রসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥ স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন, বিষয় জানিবে তেমন, হলে নিদ্রাভঙ্গ। এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে, তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥ অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে, কর্ম্মীতে কি কর্ম্ম ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ। প্রসাদ বলে কাব

এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা, অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥

কায হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতিরঙ্গ রসে ॥

যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে। তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥ এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে। সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্দ্ধনেরে সবাই রোষে ॥ যমদূত আসি শিয়রেতে বসি, ধরবে যখন অগ্রকেশে। তখন ঐটে সাঁচা কুলুপী কাচা বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে ॥ হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে। রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥

ছি, মন তুই বিষয়লোভা।
কিছু জাননা মাননা শুননা কথা ॥

কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার বেটার মত লবা। ওরে মায়াসূত্র ভেদসূত্র, তারে দূরে হাঁকায়ে দিবা ॥ আত্মারামের অন্নভোগ, ছুটো সেই মাকে দিবা। রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥

ভাবনা কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশ দিবা,

অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল, কমলে ক-
মল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥ যেখানে আনন্দ
হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট, ওরে যার নেটো তার
নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা ॥ যে রসিক ভক্ত শূর
সেই প্রবেশে সেই পুর। প্রসাদ বলে ভাঙ্গিল ভুর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥

আর ভুলালে ভুল্‌বো না গো।

আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌বো না
দুল্‌বো না গো ॥ বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে
উল্‌বনা গো। সুখ দুঃখ সমান ভেবে, মনের আগুন
তুল্‌বো না গো ॥ ধনলোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে২
বুল্‌বো না গো। আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের
কথা খুল্‌বো না গো ॥ মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে,
প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো। রামপ্রসাদ বলে
দুধ পেয়েছি, ঘোলে মিসে ঘুল্‌বো না গো ॥

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥

পরিহরি ধন মদ, ভজ কোকনদ পদ, কালেরে নৈ-
রাশ কর, কথা শুন কথা রাখ। কালী কল্পতরু
নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম,
আনন্দেতে সুখে থাক ॥ রাম প্রসাদ দাস কয়,

রিপু ছয় কর জয়, মার ডঙ্কা ত্যজে শঙ্কা, দুর ছাই করে হাঁক ॥

ছিছি, মন ভ্রমরা দিলি বাজী।

কালীপাদপদ্ম-সুধা ত্যজে, বিষম বিষে হলি রাজি ॥ দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজী। সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা ই রীত পাজী ॥ অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজি। তুমি ঠেকিবে যখন, জানিবে তখন, করিবে তোমায় পাপোশবাজি ॥ বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা,ক্রমে যত হয় গতাজী। পড়ে চোরের কোটায় মনকে টোটায়, যে ভজে সে মদ্দগাজি ॥ কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা হলে আস্‌বে হাজী। যখন দণ্ডপাণি লবে টানি, কি করিবে ওবাবাজি ॥

মন রে ভাল বাস তারে।

যে ভবসিন্ধুপারে তারে ॥

ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা, তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে বল কোথা-কারে ॥ সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ, মায়াবিনী কোলে আছ, পড়ে কারাগারে ॥ অহ-ঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূল অনুরাগ, দেহ রাজ্যে দিলে ভাগ, বল কি বিচারে ॥ যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা, মণিদ্বীপে ভাব শিবা,

সদাশিবাগারে ॥ প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম, জপ কর অবিরাম, সুধীও রসনারে ॥

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখিলে না মা তনয় বলে ॥

দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ে স্থলে। তোমার পিতা মাতা জেম্নি দাতা, তে দাতা আমায় হলে ॥ ভাঁড়ার জিম্মা আছে য সে যে তোমার পদতলে। ভাং খেয়ে শিব সদা মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥ জন্মজন্মান্তরে মা, কতো দুঃখ দিয়াছিলে। রামপ্রসাদ বলে এবার মলে, ডাকিব সর্ব্বনাশী বলে ॥

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধরিব চরণ লব জোরে ॥

ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে। ঐ যে মায়ের ধন সন্তানে পায়, শিব লয়েছে কি বিচারে ॥ পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌বো তাঁরে। মায়ের চরণ করে হরণ, মিথ্যা মরণ দেখায় কারে ॥ শিবের দোষ বলি যদি, পাছে বাজে গার উপরে ॥ প্রসাদ বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরনের জোরে ॥

আছি তাই তরুতলে বসে।
আমি মনের আনন্দ হরিষে ॥

আগে ভাঙ্গিবো গাছের ডাল, পাতা ফল ধরবো শেষে। আর রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে ॥ রব রসাভাবে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে। ফলের ফল সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে ॥ আমার বিফলকে ফল দিয়া, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে। মন কর কি লওরে সুধা, দুজ-াতে মিলে মিশে ॥ খাবে একই নিশ্বাসে যেন, ...্য তেজে সকল শোষে। মাগী জানেনা যে মন-কপাটে, খিল দিয়েছে বড় কসে ॥

মন রে রাখ এই মিনতি।
পড় কালী কালী বলে কর স্তুতি ॥

কালী কালী কালী বল মন, হয়ে আমার প্রতি-নিধি। তুমি পড় বাপু আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি ॥ যা পড়াই তাই পড় মন, পড়িলে শুনিলে দুধি ভাতি। তুমি শুনেছ মন ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙার গুতি ॥ বনের বুলের, ফলের জন্যে বেড়াও ক্ষিতি। ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চারি ফলের স্থিতি ॥ প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি তার শুন যুকতি। ওরে বসে মূলে দুর্গা বলে, গাছ নাড়া দে নিতি নিতি ॥

শতরঞ্চ খেলার পদ।

এবার বাজী ভোর হলো।
তুমি কি খেলা খেলায় রসনা ॥

শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ,পঞ্চ আমা দাগা দিলো। ঐ যে বোড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রিনী বিপাকে মলো ॥ দুটো হয় দুরাশয় চল্‌তে পেরে না চলিলো। সে সকল চালি চল্‌তে পারে, স্থানে বসে কাল গোঁ য়ালো ॥ দুখান তরি নেমক পুরি, বাদাম তুলে ঘাটে রৈলো। সে কাণ্ডারী বেঅকুব বড় সুবাতাসে না খুলিল ॥

তারার এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে ॥ আদালতে আরজী দিয়া, দাঁড়িয়া আছি করপুটে। ওমা কোন দিনে শুননি হবে, তরিব গো মা এ সঙ্কটে ॥ সওয়াল জবাব কর্‌ব কি মা, বুদ্ধি নাই গো আমার ঘটে। ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে ॥ প্রসাদ বলে দুখের কথা, বল্‌বো কি মা তোর নিকটে। ওমা দিন মজুরি করে এনে, পঞ্চ জনে খাইগো বেঁটে ॥

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।
মা বিনে কে আছে সংসারে ॥

মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা

তথা। যে বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা॥ তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা। ওমা বিমাতা যদি কোলে করে, [illegible]খা নাই মা হেথা সেথা॥ প্রসাদ বলে এই কথা, [illegible]দাগম পুরাণে গাথা। কালীর চরণ যে ভজে তার, [illegible]ড়ির হালে ঝুলি কাঁথা॥

মন হারালে কাজের গোড়া।

তুমি মিছে ভাবনা ভেবে বেড়াও, কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥ চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা না মোর হেমের ঘড়া। তুমি কাচ মূলে কাঞ্চন দিলে, ছিছি তোমার কপাল পোড়া॥ কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া। মিছে এদেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া॥ প্রসাদ বলে ভাবিছ কি মন, পাঁচ সওয়ারের তুমি ঘোড়া। ও মন পাঁচের আছে পাঁচটী মত, করবে তোমায় তুলাকোড়া॥

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।

ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ। রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি, সোণার দরে তা কিনেছ। ও মন দুঃখের বেলা মাণিক রতন, মাটীর দরে তা বেচেছ। সুখের

ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপেতে মন মজেছ। যখন সে রূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কি রূপ ভেবেছ ॥

ভাল্ ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরি কারণজলে ॥

বাণিজ্য করিতে এলাম ভাইরে, ভবনদীর কূলে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ বা হারালে মূলে ॥ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, বোঝা আছে নায়ের খোলে। ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥ পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে। যখন পাঁচে পাঁচ মিশাইবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥

ও মন তোর নামে কি নালিশ যাব।

তুমি সকার বকার বল্‌তে পার, বল্‌তে নার দুর্গা শিব ॥ খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মোণ্ডা সর ভাজা, শেষে পাবে সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব। ওরে চুরি দারি করিলে পরে, উচিত মত সাজাই পাব ॥

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা ॥

ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই সহনা।

ব্যজনে পবনে বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ, শরীরস্থ ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥ কাণে যদি ...কে জল, বার করে যে জানে কল, সে জলে ...য়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা। ঘরে আছে রত্ন, ভ্রান্তি ক্রমে কাচে যত্ন, শ্রীনাথদত্ত কর ঘরের কপাট খোলনা॥ অপূর্ব্ব জন্মিলে নাতি, ... দাদা দিদি ঘাতী, জনন মরণ শৌচ সন্ধ্যা ... বিড়ম্বনা। প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলি আপনারে, সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা॥

মুক্ত কর মা মুক্তকেশি।
আর এ যন্ত্রণা সইতে নারী॥

কালের হাতে সোঁপে দিয়া মা, কোথা রহিলে গিয়া রাজমহিষি। ঐ যে বিমাতারে শিরে ধোরে, পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

রাজা নবকৃষ্ণ রামপ্রসাদকে রথের সময় রথের গান করিতে আদেশ করিলেন।

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষটচক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা
মোর বিরাজ করে॥

তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে। পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশা-

স্বরে ॥ ঘুড়ি ঘোড়া দৌড়কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে। সে সময় শিরে নড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥ তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, ম উচাটন, করোনা রে। ও মন ত্রিবেণীর ঘাটে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥ পাঁচ জনে প স্থানে গেলে, ফেলে রাখ্‌বে প্রসাদেরে। ও এইত সময় মিছে কাল যায়, যত ডাক্‌তে প ভু-অক্ষরে ॥

ঘুড়ী উড়াইবার পদ।

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ী।
ভবসংসার বাজারের মাঝে।
ঘুড়ী আশাবায়ুভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়াদড়ী ॥
কাকগণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী। ঘুড়ী স্বগুণে নির্ম্মাণ করা কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥ বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ী। ঘুড়ী লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥ প্রসাদ বলে দক্ষিণে বাতাসে, ঘুড়ী যাবে উড়ি। ভবসংসার সমুদ্রপারে, পড়িবে গিয়া তাড়াতাড়ি ॥

বেগার খাটিবার পদ।

ভূতের ব্যাগার খাটিব কত।
তারা বল মা আর খাটাবি কত ॥

আমি ভাবি এক হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত। পঞ্চ দিকে নিয়া বেড়ায়, এ দেহের যে পঞ্চভূত॥ ও মা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥ আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত। ও মা যার সুখে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত। চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচলো না সে মুখের তিত। কেন ভিষক্ প্রসাদ, মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত॥

নিদ্রার পদ।

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গেনা।
ভাল পেয়েছ রে ভবে কালবিছানা॥

এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবেনা। তোমার কোলেতে কামনাকান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফেরনা॥ অসার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তায় মুখ খোলনা॥ আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজকঘরে তায় কাচনা। খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচেনা॥ আছ দিবা নিশি অচেতন হয়ে, ভ্রমেও তো কালী বলনা। অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরেনা॥ ভোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতন পাবনা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামে গণ্ডী দিয়ে ॥

মহকালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে তাকিয়ে। মায়ের অভয় চরণ, যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণভয়ে ॥

এবার কালি তোরে খাব।
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মাখেগো ছেলে, ও মা তুমি খাও কি আমি খাই গো, কুটো ও-কটা করে যাব ॥ খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব। এই হৃৎপদ্মে বসাইয়ে, মনো আনন্দে পূজিব ॥ যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকে যাব। আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে ॥

ভৈরব ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারীরে। যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী, তার সমভিব্যারে। জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে। প্রসাদ বলে বল্বো কি ভাই, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে ॥

রামপ্রসাদী পদ।

মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাককোড়া বলদের মত॥

লক্ষ লক্ষ আসি যাই, পশু পক্ষ আদি যত। তবু গর্ভে ধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত॥ কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখন নয়, রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার, তাড়ায়ে দেও জনমের মত॥

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো ও আনন্দময়ি॥

ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিল্যাম ধুলা খেলা, এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো॥ বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো। পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলিয়ে, অজপা ফুরায়ে গেল॥ প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি-কি করি বলো। ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া, মুক্তিজলে টেনে ফেলো॥

মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমন নাচাও তেমি নাচে॥

তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে। তুমি ক্ষিতি তুমিই জল, ফল ফলাচ্ছ কলাগাছে॥ তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে। তুমি দুঃখ তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥ প্রসাদ

বলে কর্ম্মসূত্র, সে সুতার কাট্‌না কে কেটেছে।
মায়াসূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপাক্ষেপী খেল্‌ খেলিছে॥

ষট্‌চক্র বর্ণন।

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে,
হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥

মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডা-
কিনী। সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ড-
[illegible]॥ স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়দলো-
[illegible] ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী রা-
[illegible]। ত্রিকোণ মণিপূরে, বহ্নি বীজ ধারিণী।
[illegible] ফ, অন্তে দিগদলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে বট্‌ কোণ, দ্বিষড়দলবাসিনী। ক, ঠ,
অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥ বিশু-
দ্ধাখ্যা স্বরবর্ণ, ষোড়শ দলপদ্মিনী। নাগোপরি
বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী সাকিনী॥ ভ্রূ মধ্যে
দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি। চন্দ্রবীজে
সুধা ক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥

ষট্‌চক্র ভেদ।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি, আছ গো
অন্তরে। মা আছ গো অন্তরে। এক স্থান মূলাধা-

আর স্থান সহস্রারে, আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিবশক্তি সব্য বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে, সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।। ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,এ ধ্যান করে ধন্য নরে।। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর নাভি স্থান, অনাহাতে বিশুদ্ধাক্ষ বরে। বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স। ব, ল। ড, ক। ক, ঠ। ষোল স্বর, কণ্ঠায় বিহরে। হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিল গুরু, চিন্ত জীব শরীর [illegible]রে।। ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, [illegible] [illegible]র শক্তি, ক্রমে বাস পদ্মের উপরে। গ[illegible] আর,মেঘবর কৃষ্ণ সার,আরোহণ কণ্ঠে নাগে[illegible] অজপা হইলে রোধ, তবে হবে তব বোধ, গু[illegible] মত্ত মধুব্রত স্বরে।। ক্ষিতি জল বহ্নি বাত, লয় হয় অচিরাৎ, য, ব, ল, র, হ, হো, স্বরে।। ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি, চরণযুগলে সুধা ক্ষরে। তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাকর যেন ইন্দু, এক আত্মা ভেদ কেবা করে।। উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ, মহাকালী কাল পদভরে। মুক্তি কন্যা যারে ভজে, সে কি এ বিষয়ে মজে, পুনরপি আসিয়া সংসারে। আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, হংসীরূপে মিল হংসবরে।। [illegible]রি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,দশ শতদল

বসে আছে॥ দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকিদারি
ভার লয়েছে। সে শক্তির জোরে চেতন করে, তা-
ইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥ মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে
কণ্ঠমূলে ভ্রুকমলে, এই চারি স্থানে চারি শিব,
নবদ্বারে চৌকি আছে॥ রামপ্রসাদ বলে এই
ঘরে, চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে। তমোনাশ করি তারা
হৃৎমন্দির বিরাজিছে॥

সে কি শুধুই শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥

ষট্চক্র চক্র করে কমলে করে বসতি॥
সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলেতে স্থিতি
বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থি
করে আলো॥ রূপে কালা নামে ক
কালো হইতে অধিক কালো। ও রূপ যে দে
সেই মজেছে, অন্যরূপ লাগেনা ভাল॥ প্রসাদ
কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল। না দেখে
শুনে কানে, মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥

ওরে আমার ঘরে নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি
রয়েছে॥ এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে
বাঁধা আছে। সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়

অধীনতা সাঁচ বচন পরো প্রিয়ে মাতৃ সমান।
এতিন মে ন হরির রুপা তুলসী দাস কহে হাম
জামিন ॥

করম সমঝকে, করম না টুটে। সব কই রুষ্টে
মেরা রাম না রুষ্টে ॥ মিট্টি ওড়না মিট্টি পড়না,
মিট্টিকো বিছানা। মিট্টিকো কালবধূ বানা-
ওয়ে মিট্টি মে মিল জানা ॥

তুলসী আপনা রামকো, রিস ভজ চায় ক্ষীর।
কৃষি পাড়ে বীজ জমীন মে, ওলট পালট শির ॥

তুলসী জব আইয়ে জগত মে, তুম রোও সবকই
হাসে। ঐসা সমঝকে কাম কীজে, ওসা না হও
শেষে ॥

তুলসী জগৎ মে আইয়ে, সবসে মিলিয়া ধায়।
না জানো কোন ভেকসে, নারায়ণ মিল যায় ॥

চলনা ভালনা কোষকে, দুইতে ভালা না এক।
মাগনা ভালানা বাপ সে, জব রঘুবর রাখে ঠিক ॥

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই। আ-
পনা মনকো বশ করে, যো সবকো সেরা ওই ॥

তুলসী ওহা জাইয়ে,জহাঁ আদর না করে কোই।
মান ঘাটে মন মরে, রামকো স্মরণ হোই ॥

প্রেমতাগা মৎ টুটাও ঝট্‌কায়। টুটে যুটে নেহি
যব যুটে অন্তে গাঁট পড়কে রয় ॥

অজগর না করে চাকরী, পক্ষী না করে কাম দাস মালিকা কহে গিয়া, সবকো দাতা রাম॥

বহুৎ ভালা নেহি চলনা বলনা, বহুৎ ভালা নেহি চুপ। বহুৎ ভালা নেহি চেহালা বাদ্‌লা, বহুৎ ভালা নেহি ধূপ॥

কোহি পুরাণ পড়ে কোহি কোরাণ পড়ে কোহি মোল্লা কোহি পাঁড়ে। যৈসা কুমার গড়ে কুমার-চক্রে সানক আর ভাঁড়ে॥

মৃগয়া মদিরা পান, পাশা নিতম্বিনী। এ চারি অনর্থের মূল বহু হোয় হানি॥

ঘুমঘট পট দেখ্‌নেকো, নিহার মৎহো। ঘুমা জব আঁখি মুদে বহুত শিকারী হোঁ॥

দয়া ধরম কি মূল হৈ, নরক মূল অভিমান। তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, জব কণ্ঠাগত জান॥

চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকঃ।

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারশতধৌতেন মলিনত্ব ন জায়তে॥

তুলসীদাসের উত্তর।

সদ্গুরু পাওয়ে, ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ। যৈসা কয়লা কো ময়লা ছুটে, জব আগ করে প্রবেশ॥

ধৈরজ ধর, প্রাণ রহে সুখে তো। নর
...রর, পুনঃ পায় রাজ সুখের ॥

...ঙ চিড়িয়া কিড়া খায়, উনসে কিবা কাম।
...স প্রণাম করগে, যৈসা বোলে রাম ॥

...াম নমসের বানাওয়ে, ক্ষমণ কাঠার বাঁধ
। দয়া ধরম কি ঢাল বানাওয়ে, যমকা পুরী
...লও ॥

...রেয়া নারী প্রাণহারী, ঐসা যো নেহি মানে।
...পনা করমসে রোগ, ভোগে তুরণ শমনভবনে ॥

...ন মে যোগিনী রাত মে মোহিনী, পলকে প-
...লকে লহু চোষে। দুনিয়া সবকই অক্কেলা হোকে,
খানা পিনাসে বাঘিনী পোষে ॥

চলনা চাকি দেখকে, ধিয়া কবির রোও। আ
লান নজিক রয় যো, প্রেমন না যায় ও ॥

কহে কবিরা পেটসে কোঁউ না ভয়ে পিট। ভুকে
মন বিগাড় হো, ভরে বিগাড় রীত ॥

কবির কবির ক্যা কহো, শোধ আপন শরীর।
পাঁচ ইন্দ্রিয় বশ করে, যো ঐ দাস কবির ॥

একা নারী, অল্পাহারী অল্প নিদ যায়। সাঁচ
বাত সাঁচ চরিত ওহি, জিতে দুনিয়ায় ॥

পেট কহে আজুজি কর্‌কে, শোন তুয়েঁ রসনা।
আপনা সুখসে জাস্তি খাইয়ে,পেটকো দরজ দেনা॥

[illegible] আক্ষেপ করে মন তুরে রাজাজ
পাপ লে মেরা দুখ তেরা রীত পাজি ॥
মন ভাবে হাম ক্যা করে, দোনো আঁখ
পরেয়া চিজ পরেয়া নারী, ওহি করে নির

রাজা নবকৃষ্ণ দোলের সময় দোলের গান ক
তে রামপ্রসাদকে আদেশ করিলেন।

রাগিণী—গারা ভৈরবী।

হৃৎকমলে মঞ্চদোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দোলাইছে, দিবস রজনী, ও মা॥
ঈড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না অনুপমা, তথি মধ্যে
গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ওমা॥ রুধির আবির
তায়, সর্ব্বাঙ্গ লেগেছে গায়, কি শোভা হয়েছে
মার, মেঘে সৌদামিনী, ও মা। যে দেখেছে কা-
লীর দোল, সে ত্যজেছে মায়ের কোল, রামপ্রসা-
দের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পদ।

রাগিণী—ললিত তাল—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজরূপিণী।

না সরে নিশ্বাসপাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥ চমকিত কি কুহক, অজিত এতিন লোক, অহং বাদী জ্ঞানী দেখ, তমোরজতে ব্যাপিনী ॥ বৈ-ষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি। দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে গতিরোধ, এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননি ॥

রাজা রামকৃষ্ণ রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র, তিনি স্বপ্নে শ্যামামূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাওয়ান্ন লক্ষ টাকার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইলেন।

জয় কালীরূপ কি হেরিলাম।
হৃদ্হ্রদে মায়ের পদে মন সঁপিলাম ॥

চন্দ্র চমকে বয়ান ধন্ধ, আহা মরি মায়ের কি রূপ লাবণ্য, হেরিয়ে বয়ান শ্যামা মায়ের, জুড়াল নয়ন, জবা দান পদে না করিলাম ॥ যে আনিল মাকে ধরণীপৃষ্ঠ, সেই নরপতি ভুবনশ্রেষ্ঠ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ বলে, এসে ভুমণ্ডলে, কালী কালী মুখে না বলিলাম ॥

কার রমণী সমরে বিরাজে।
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরি অসুর সমাজে ॥

মায়ের পদতল বরণ, জিনি তরুণ অরুণ, নখরে

উরু রামরম্ভা জিনি, কটিতটে করশ্রেণী, কিঙ্কিণী বাজে।। নাভি সুধাসরোবর, ত্রিবলী কি মনোহর, পীনোন্নত পয়োধর, হৃদিপরে সাজে। সুশাণ কৃশানু করে, ঘন হুহুঙ্কার করে, নাশে যত দনুজেরে, গ্রাসে বাজী গজে।। মায়ের গলে মুণ্ডমালা শোভা, অট্ট হাসে লোলজিহ্বা, শ্রুতিযুগে ইন্দু শিশু অপরূপ সাজে। মুক্ত কুটিল কুন্তল, সুধা পানে ঢল ঢল, অলি যেন আশুতোষ হৃদয়-সরোজে।।

রাগিণী—রাগা ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

ভাবরে সম্ভবী বিদ্যা, গোপন সরসীদলে।
দে কালী বহিঃ শিব, বদনে শ্রীহরি বোলে।।
আদ্যা বিদ্যা সিদ্ধাসনে, নেত্র পত্র সচন্দনে, ভক্ত মুক্ত হয় দানে, ইহকালে পরকালে।।

সম্ভবী তোমায় ভাবি, সম্ভাবনা নাই মা এমন।
যার সুখে হব সুখী, সে আমার নয় তেমন।।
পড়েছি মা যে বিপদে, স্থান দিয়া রাখ পদে, প্রাণ যায় গো ঐ বিষাদে, বৃথা হলো আগমন।।

শ্বেত শতদলে কে গো, বিরাজে শ্বেত বরণী।
বীণাযন্ত্র করে ধরা শিরে চূড়া ত্রিভঙ্গিণী।।
পদাম্বুজে ভ্রমে ভৃঙ্গ, জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ, হেরিয়া

কি করি মনকরী, মত্ত অনিবার তারা।
ভ্রমিছে বিষয়ারণ্যে প্রাণপণে না দেয় ধরা॥
পরমার্থ পঙ্কজ বন, সদা করিছে দলন, নিষেধ পাশ
মানেনা বারণ, আমি ভক্তি আলানহারা॥ কৃতান্ত
কেশরী ভয়, গণে অতি তুচ্ছাশয়, কুমতি মাতঙ্গী
তায়, পাইয়ে প্রিয়তমা দারা॥

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে।
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে॥
তালার উপরে তালা তেতালায় আর কেবা শোবে
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুঠায়ে রবে॥
সুদের সুদ গণিতেছে ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হবে।
কেবা মাতা কেবা পিতা, কেবা মন তোর সঙ্গে
যাবে॥

কিঙ্করে করুণাময়ি, ধন দিবে মা কি ধন আছে
ধনের মধ্যে দুটী চরণ হরের কাছে বাঁধা আছে।
যদি পাই মা যোগে যাগে, বিষ খেয়ে শিব আছে
জেগে, ঘুম নাই তার ধনের লেগে, ঘুমেরে ঘুম পা
ড়ায়েছে॥

কেমন মেয়ের মেয়ে শ্যামা, দেখ দেখি মন বিচা
করে। এমন মেয়ে না হলে কি, হরের মন ভুলাতে
পারে॥ মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, তার মন হরা নহি
হয়, অন্য মেয়ের কর্ম নয়, মদন যারে শঙ্কা করে।

নেংটা মেয়ের এতো আদর, জটে্য বেটাতো বাড়ালে। নহিলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা বলে॥ শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে্য বেটা তার গুরু, আপনি কেটা বুঝ্‌লেনাকো, রইলো শ্যামার চরণতলে॥

যে ভাল করেছ কালি আর ভালতে কাজ নাই। ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই॥ মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত, জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই॥ জঠরে, দিয়াছ স্থান, করোনা মা অপমান, কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই॥

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে। শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা বলে, কেন ডাকা তবে॥ ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি, শিব তবে সত্যবাদী, কেমনে সম্ভবে॥

অনায়াসে যা হয় মন, তাই তুমি কররে।
রসনা মগনা হয়ে কালী কালী বলরে॥

কি কার্য্যরে কোষাকুষি, এসো দুই জনে নির্জনে বসি, ভাব শ্যামা এলোকেশী, বসে কাশী ঘরেরে॥ যদি বল ধনে পুণ্য, সে পুণ্য তমতে জন্য, যাগ যজ্ঞে নানা বিঘ্ন, সে ধন্য যে পারেরে॥

দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, ভার দে কালীর শ্রীচরণে, কালী জানে কাল জানে, সদানন্দে থাকরে ॥

এম্নি মহামায়ার মায়া, মায়া রেখেছে কি কুহক করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে ॥ গুটীপোকায় গুটী করে, কাটিলে সেতো কাটতে পারে, মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে ॥ বিল করে ঘুণি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে, যাওয়া আসার দ্বার খোলা, তবু মীন পলাতে নারে ॥

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই। থাকিলে আসি দিতো দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥ শ্মশানে মশানে কত, পিটস্থান ছিল যত, খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই। বিমাতার তীরে গিয়া, কুশপুত্তুল দাহইয়া, অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়া, কালাশৌচে কাশী যাই। দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, মন মায়ের জন্য ভাব কেনে, মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে তরিবার ভাবনা নাই ॥

যখন যে রূপে কালী রাখ গো আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে ॥

ভস্ম বিভূতি ভূষণ, কিম্বা মণি কাঞ্চন, তরুতলে বাস কিম্বা রাজ সিংহাসনোপরে ॥

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি ।। পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী ।। যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি, তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারে সার তুমি ।।

যে হয়ে৷ পাষণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে। দয়াহীন না হলে কি নাথি মারে নাথের বুকে ।। দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে, গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে ।। মা মা বলে যত ডাকো, শুনেত মা শোন্ নাকো, নরা এম্নি নাথিখেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে ।।

কবে সমাধি হবো শ্যামাচরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে ।।

উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি পঞ্চবিংশ তত্ত্ব, পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয় বাঞ্ছা বঞ্চনা করি কেমনে। জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্ব, পরমার্থ আত্মতত্ত্ব, তত্ত্ব হবে পরতত্ত্ব, কুণ্ডলিনী জাগরণে ।। করি শিবে শিবযোগ, খণ্ডাইব ভবরোগ, দূরে যাবে অন্ত ভোগ, ক্ষরিত সুধা রসনে ।। কহে শ্রীনন্দকুমার, ভাবি সেই

পরাৎপর, পার হবো ব্রহ্মরন্ধ্র, শিবশক্তি দরশনে ॥

তুই জারি কসিস্ কি শমন, শ্যামা মায়েরে কয়েদ করেছি। মনবেড়ী তাঁর পায়ে, দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি ॥

শ্যামা মাকে করে কায়দা, পলাইবার নাহি ফায়দা, ভক্তি রজ্জু আছে পেয়াদা, নয়ন জমাদ্দার রেখেছি ॥

হরিসংগীত।

হরি কে জানে তব তত্ত্ব নিরূপণ, অদ্ভুত অপরূপ রূপ কর ধারণ। সত্য যুগেতে হরি, দৈত্যগণে সং-হারি, দেবাদিগণেরে করিলে পালন। ভূভার না-শিবার জন্ম, নানা রূপ অবতীর্ণ, বলিরে ছলিবার জন্ম হইলে বামন ॥ ১ ॥ ত্রেতায়রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে, মানবী করিয়াছিলে দিয়া শ্রীচরণ ॥ অগাধ সিন্ধুজলে, শিলে জলে ভাসাইলে, স্বকার্য্য সাধিলে, বধিয়া দশানন ॥ ২ ॥ দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গোচরণে, ভুলাতে বাঁশীর গানে, ব্রজাঙ্গনার মন। করিতে নানা কেলি, আয়ানের মন ছলি, হইলে কৃষ্ণকালী, তুষিতে রাধার মন ॥ ৩

কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগৎগুরু, হরিনাম করিতেছ বিতরণ। গয়ায় শ্রীপাদপদ্ম, ত্রিভুবন করিলে বাধ্য, করিলে পিতৃশ্রাদ্ধ, উদ্ধার কর অকিঞ্চন॥

রাধে রাধে বল মন।
ওরে মন আমার॥

রাধারাণীর কৃপা হলে হবে কৃষ্ণ দরশন॥ যা রাধা সা কালী, আজ্ঞাকারী বনমালী, দেবের দেব কৃতাঞ্জলি, হৃদয়ে করে ধারণ॥

কে গো বাজালে বাঁশী শ্রীবৃন্দাবনে।
এমন বংশীর ধ্বনি কর্ণে কভু শুনিনে॥

শুনিলে বাঁশীর বোল, শিশু ছাড়ে মায়ের কোল, কি গুণ জানে গো বাঁশী লাজ ভয় না মানে॥

ধীরে ধীরে নীরে আয় সখী সকলে।
কৃষ্ণরূপ হেরিছি জলে অদৃশ্য হয় হিল্লোলে॥

পলকে নিরখিয়েছি, অধোমুখে চেয়ে আছি, জীবনে জীবন পেয়েছি, প্রিয়োজন কি গোকুলে॥

রাগিণী জঙ্গলা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী ধন্য
কাশী, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ি।
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। উত্তর-
বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥ শিবের
ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণাঅসি। তন্মধ্যে
মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি॥ কি মহিমা
অন্নপূর্ণার কেউ না থাকে উপবাসী। ওমা রাম-
প্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণধূলার অভিলাষী॥

কালী আছেন যার সম্ভাবনা।
কোন বিষয়ে তার নাই ভাবনা॥
বিপদ সম্পদ সকল তার কালী করালবদনা।
সে যে সদাময়ী তার আনন্দময়ী বিরাজমান॥

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবে অবশেষ, অজপার শেষ, ক্রমেতে
নিঃশেষ যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সবর্ণ রেচকে রয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে।
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা রবে রঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥

মন যদি মোর ভিয়ান করিস।

ওরে কালীনাম কাশীর চিনি বদন খোলাতে চালিস্ ॥ বর্ণমালা উড়কি করে ক্রমে ক্রমে তাতে রাখিস। আর অলস ত্যজিয়ে সদা রসনা তাড়ুতে নাড়িস ॥ ভ্রুমধ্যে দ্বিদল চক্রে চন্দ্রবীজের সুধা রাখিস। সেই সুধাপানে অমর হয়ে অমরনগরে বসিস ॥

তারার তরি লাগ্‌ল ঘাটে।
কে পারে যাবি ভাই আয়না ছুটে ॥
বেলা গেল ঝট্‌কা এল এখন বসে ভবের হাটে।
মিছামিছি মরিস্ কেন ভুতগত বেগার খেটে ॥
কালী কালী মুখে বল নয়ন মুদে করপুটে।
ভবনদীর যত তুফান অনায়াসে যাবে কেটে ॥
শ্রীনাথ কাণ্ডারি তায় নামের মালা হাতে বোটে।
মেরে মাথা ফাটাইব যমের দূত বয়্‌বেটে ॥

রাজা রামকৃষ্ণের পদ।

আমার মন যদি গো ভোলে।
বালির শয্যা কালীর নাম ডেকো কর্ণমূলে ॥
এ দেহ আপনার নয় রিপুর সঙ্গে সদা চলে।
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে ॥
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি যে বলে। আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে বল কপালে ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী।

এখন কি ব্রহ্মময়ি হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত॥
সংসার বিষে জ্বলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত, বিষ-
হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত॥ জ্ঞানরত্ন
দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তসিল করলি, হিসাব করে
দেখ মা তারা আমার দুখের বাকি কত॥

রাগিণী গারা ভৈরবী।

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দে মা অন্নদে।
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি মে জ্ঞানদে॥
ধন্য কাশী শিব ধন্য, সুরধুনী অবতীর্ণ, বিরাজিতা
অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভব দে॥ হয়েছে মা ক্ষুধা
ব্যাধি, দেও গো সুধা ঔষধি, অন্তে চরণে সমাধি
মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে॥

আগমনি।

ওহে গৌরী আন্তে যাও গিরি।
উমায় না হেরে প্রাণে মরি॥
বৎসরাবধি গিয়েছে উমা আমার কেমন আছে
ওহে জনম দুঃখিনী কন্যা জামাই তাতে ভিখারী।
শুনি ভুত পিশাচ দাস মহাঘোর সে কৈলাস উমা
তাহে করেন বাস হইয়ে একেশ্বরী॥

রাগিণী বেহাগ।

আগমনি—

আর কবে যাবে গিরি গৌরীরে আনিতে।
চঞ্চল হয়েছে মন উমারে দেখিতে॥
স্থলকমলদল, কুমুদিনী রক্তোৎপল, কেতকী শে-
ফালি কোষ ফুটিল শরতে। উমা আমার পূর্ণশশী
জামাতা শ্মশানবাসী, নারদ বলিল আসি উমা কত
কেঁদেছে॥ অবলা করেছে বিধি, তাইত তোমারে
সাধি, নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥

আগমনি—

আমায় বিদায় দেও হে আমি যাব দে-
খিতে জননী।
ওহে হর দিগম্বর হে। সপ্তমী দিবসে যাব,
অষ্টমী নবমী রব, দশমীতে আসিব আপনি॥
সমুদ্রে ডুবিল ভাই, মায়ের আমার কেহ নাই, আমি
মায়ের একেলা নন্দিনী॥

বিজয়া—

গিরি এবার আমার উমা এলে আর পা-
ঠায়ে দিব না। বৎসর অন্তরে আসেন
গৌরী তিন দিবস রন না।
যখন আসি মৃত্যুঞ্জয়, মেয়ে নিয়া যাবার কথা কয়,
হয় হবে অবিনয় জামাই বলে মানব না। যদি

আসি সদানন্দ, মেয়েতে চায় মা আনন্দ, মায়ে ঝিয়ে করব দ্বন্দ্ব, লজ্জা সরম করিব না।

রাগিণী বেহাগ।

সপ্তমী—

আজি মন্দিরে ও মা শঙ্করি শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকতবৃন্দ জবা সচন্দন দিয়ে॥
আনন্দিত নর নারী, সবে পুলকিত হয়ে। জগত ভকতগণ সবে ডাকে মা বলিয়ে॥ সুরাসুর নাগ নর সবে উল্লাসিত হয়ে। দিবা নিশি নাহি জ্ঞান তব মুখ নিরখিয়ে॥ মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম লয়ে। পতিত কমলাকান্ত রহিল শ্রীচরণ চেয়ে॥

আগমনি—

গৌরি গো কোথায়।
কৈলাসে দেখিনে তোমায়॥
জগৎ জননী তুমি, তোমার জনক আমি, তুমি সবার অন্তর্যামী তত্ত্ব জানি যাব স্বরায়। আছে আশাপথ চেয়ে রাণী, তোমার গর্ভধারিণী, তুমি বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বময়ী মা বল তায়॥

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।

মুখচন্দ্রিমায়, কোটি চন্দ্রোদয়, চন্দ্রের উদয় আজি সারি সারি ॥

বিল্ববৃক্ষমূলে করিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরী আগমন, পাঠ করি চণ্ডী ঘরে আনিব চণ্ডী, আসিবে যত দণ্ডী যোগী জটাধারী ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল—আড়াঠেকা।

দেখহ নয়নে গিরি উমা তোমার সেজে এলো।
দ্বিভুজা ছিলেন গৌরী দশভুজা কেন হোল ॥
সঙ্গে কার্ত্তিক গণপতি, আর লক্ষ্মী সরস্বতী,
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী, বাঁকা হয়ে দাঁড়াইল।
রক্তসচন্দন জবা, মায়ের চরণে দিয়েছে কেবা,
আহা মরি কিবা শোভা কোটি চন্দ্র প্রকাশিল ॥

রাগিণী সুরট—

আমার উমা এলি গো বলে রাণী এলো-কেশে ধায়। যত নগরনাগরী সারি সারি সারি দৌড়ি গৌরীপানে যায় ॥

কার পূর্ণকলসী কক্ষে, কার শিশু বালক বক্ষে, কার অর্দ্ধ শিরসি বেণী, কার অর্দ্ধ তিলক শ্রেণী, বলে চল চল চল, অচলতনয়া হেরিগে উমা দ্রুত আয় ॥ আসি নগর প্রান্তভাগ, তনু পুলকিত অনুরাগ, কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর

বারি, তখন গৌরী কোলে করি, গিরি নারী প্রেমানন্দে ভেসে যায় ॥ কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিন্নরীগণ সাজে, কেহ নাচে কত রঙ্গে। গিরি পুর সহচরী সঙ্গে, আজি কমলাকান্ত, হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটী রাঙ্গা পায় ॥

গিরি হে মনেতে এই বাসনা।

এবার জামাতা সহিতে, আনিব দুহিতে, হিমালয়ে করিব গৌরী স্থাপনা ॥

নিজে আশুতোষ, জামাই আশুতোষ, উভয়ের মিলনে হইবে সন্তোষ, বিল্বদলে হরে করিব পরিতোষ, ভক্তিপেলে ভোলা যেতে চাইবে না ॥

যদি নিদেশ হয়, ঘরজামায়ে রয়, হৈমবতী হরে করিবে বিনয়, শঙ্করী শঙ্কর বাড়িবে প্রণয়, মান অপমান মনে করিবে না ॥

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল ঐ এলো পাষাণি তোর ঈশানী।

লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে, ঐ ডাকছে মা তোর শশধরবদনী ॥

ধরিলি যে রত্ন উদরে, তোর মতন সংসারে, রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী, মা তোমার তারা, চন্দ্রচূড়দারা,

চন্দ্রদর্পহরা চন্দ্রাননী। ভবে এসে যে জন যন্ত্রণা পায়, অনুপায় ঘটে বিধির কৃপায়, ধর্‌লে পায় উপায় তোর মেয়ের পায়, (পাষাণি গো) ওতো পা নয় পাতকিপারের তরণী ॥

সম্বৎসর পরে আসিয়ে শঙ্করী মাতৃ সম্বো-
ধনে কয়।
যেমন মা তোর কন্যা প্রতি করুণা তেমনি
নিদয় হিমালয় ॥

থাকিতে পিতা মাতা নাই মমতা তবে বল মা কন্যা জুড়ায় কোথা ॥ নিজে তুমি পাষাণ, হৃদয় তায় পাষাণ, ওহে গিরি গৌরী ভিক্ষারীর ঘর করে তা জাননা।

উমা বলে মা ছিছি কি গো মেয়ের মুখ চেয়েও দেখনা। দিয়ে কন্যা দৈন্যের ঘরে, মা মা গো তত্ত্ব করনা সম্বৎসরে, কব কারে আমি পাষাণী ঈশানী তা বোঝে না ॥ কি করি হে গিরি করে কুমারী মিষ্ট ভৎর্সনা। চক্ষের মাথা খেয়ে পাগল পায়ে, তারে সমর্পিলে এমন সোনার মেয়ে, যারে করলে সাধের জামাই. ঘর বলে মনে নাই তার, ভোলা আমার শ্মশানে মশানে বৈ থাকে না।

আমার ঘুচলো এতো দিনে সে দুঃখ
তোমায় দেখলেম রাজরাজেশ্বরী।
পরে রত্ন অভরণ সিংহে অরোহণ সঙ্গে
সঙ্গে কুবের ভাণ্ডারী ॥
শিবকে ভিক্ষাজীবী বলতো যারা, সেই ভিক্ষু-
কের নারী চক্ষুতে হেরি চক্ষু জুড়াক এসে তারা,
দিয়ে শত্রুমুখে ছাই মা কে বলতে বল্লে আনন্দে
রইতে নারী ॥
ওমা দুর্গা তোমায় হয়ে হারা, আমি দুঃখের সা-
গরে, ভাসতেম পাথারে, কান্দিতেম বলে তারা
তারা; আনিতে বলতেম গিরিরে, গিরি বলত আ-
মারে তুমি বল্‌ছো আমি কি চলতে পারি ॥

রাগিণী খট যোগিয়া।

রাণী বলে জটিলমস্তকধর, কেমন আছে
গো হর, চন্দ্রশেখর শূলপাণি গো ॥
যে অবধি নয়নে, হেরিলাম ত্রিলোচনে,
আমি তোমার অধিক তারে জানি গো ॥
তার পরিধান বাঘছাল, গলে দোলে হাড়মাল,
মুকুট ভূষণ শিশুফণি গো। জিনি রজতাচল
অতিশয় নির্ম্মল, ভস্ম ভূষিত তনুখানি গো ॥

আমার গৌরীরে লয়ে যায় হর আসিয়ে।
কি কর হে গিরিবর রঙ্গ দেখ বসিয়ে ॥
বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানা মত, শুনিয়ে
শোনে না শিব ঢলে পড়ে হাসিয়ে ॥
একি অসম্ভব তাঁর, আভরণ ফণিহার, পরিধান
বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে। আমি হে রাজার
নারী, ইহা কি সহিতে পারি, সোণার পুতলি
দিলে, পাথারেতে ভাসায়ে। শুনি গিরিবর কয়,
জামাতা সামান্য নয়, অণিমাদি আছে যাঁর শ্রীচরণে
লুটায়ে ॥ কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর
রাণী, পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥

গোবিন্দ অধিকারীর সুর।

আমার উমাশশীর মুখশশী মলিন হইল।
সপ্তমী অষ্টমীর দিন, সুখে এ দুদিন নিদয়
নবমীর নিশি কেন পোহাইল ॥
আসিয়ে ত্রিলোচন, নে যাবে উমাধন, মেনকার
অঞ্চলের ধন, ভক্তের হৃদয়ের ধন, শিবের সর্ব্বস্ব
ধন, আমার সাধনের ধন কোথা চলিল ॥

রামপ্রসাদী পদ।

রাম রাম বসুর সপ্তমী।

রাজা রাজকৃষ্ণ এই সপ্তমী শুনিয়া
শাল পুরস্কার দেন।

কও গো উমা কেমন ছিলে মা ভিক্ষারি
হরের ঘরে।
নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল, ঘরে
ঘরে ফেরে ভিক্ষা করে ॥
উমা চম্পকবরণী, অম্বুজনয়নী, বিদ্যুত বদনী
তারা। জামাতার গুণ কপালে আগুন শিরে জটা
চর্ম্ম পরা, আবার লোকের মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে
মণি, ফণি ধরে গলে ভুষণ করে ॥

—–

উমা কোলে লয়ে মেনকা রাণী করুণ
বচনে কয়। উমা গো তুমি স্বর্ণলতা
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥
মরি জামাতার খেদে, মনের বিষাদে, প্রাণ কাঁদে
দিবা নিশি। আমি চলিতে না পারি অচলা নারি
গিয়ে দেখে যে আসি। হয়ে মনে উদাসী, নয়ন-
জলে ভাসি, ত্রিলোচনীর জন্য লোচন ঝরে ॥

—–

শিবরূপ বর্ণনা।

বব বম্ বম্ ভোলা।
মাগী যেমন মিন্সে তেমন তেমিনি দুটী চেলা।
আরোহণ বৃষোপরে, সিঙ্গে ডম্বুর করে, মুখে বলে হরে হরে, রুদ্রাক্ষ মালা॥ জটাতে কুলকুলি ধ্বনি, বিরাজিতা সুরধুনী, মস্তকেতে মণি ফণি অর্দ্ধচন্দ্রভালা॥

ওহে কিঞ্চিৎ করুণা কুরু বঞ্চিত করোনা শিব।
ভব তব করুণা বিনে ভবে আর কত আসিব॥
বিনে করুণা উদ্ভব, কত দিন বল হে ভব, কুল বিহীন হয়ে ভব, জলধি জলে মিশিব। ওহে সঙ্কট বিনাশী, কবে বিলাবে করুণারাশি, যারা বাদী ভজনে আসি, ছজনে কবে নাশিব॥ দাশরথির ভজন যোগী, কবে হবে জীবন ত্যাগী, হয়ে মোর ফলভোগী, ভাগীরথীতে ভাসিব॥

রামরূপ বর্ণনা।

ওকি শোভা রে রামরূপ রূপসাগরে তরঙ্গ।
রত্নাসনে সিতা সনে রাজভূষণে ভূষিত অঙ্গ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি চন্দ্র দুঃখী পায় আতঙ্ক।
কি হরির অঙ্গ হেরি অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ॥

রামপ্রসাদী সুর।

রামরূপ হেরে ত্রিলোচন সদা কন নয়নে হেতন, রাম রূপ সঙ্গ। চিন্তামণির গুণের বাণী বলতে বাণীর বাণী সাঙ্গ। সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ॥ দুর্ব্বাদলশ্যাম মূর্ত্তি, স্বর্ণবর্ণ সীতা সতী, বয়ানচন্দ্রিমা জিনি নয়ন কুরঙ্গ। পাদপদ্মের মধুলোভে ধায় ভক্ত মনোভৃঙ্গ দশরথ-সুত দাশরথি মন করিয়ে প্রসঙ্গ॥

মাতর্গঙ্গে মা হরিপদরজবিহারিণী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা পতিতপাবনী॥
যে লয় গঙ্গার নাম, রাঙ্গাপদে তার ধাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম যাচে শূলপাণি॥

ওগো আমার সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে।
ভুলিবে বাসনা করি যাতনাতে মরি প্রাণে।
গৃহকাযে সদা থাকি, যদি অন্যে মন রাখি, কিছুতে নাই সুখী উপায় দেখিনে। স্বামীরে জ্ঞান হয় কাল, সদা সাধ সাধি কাল, কি কাল কল, কালা বা কি গুণ জানে॥

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুর।

গোপাল কৈ গোপাল কৈ আমার গোপাল কৈ। শ্রীদাম আদি ব্রজ বালক সবে ঘরে এলো ঐ॥

গোষ্ঠেতে গেলে আনন্দে,সঙ্গে লয়ে শ্রীগোবিন্দে, একা তুমি ফিরে এলে কেন হে নন্দ॥ অভাগিনীর কপাল মন্দ, মনেতে হয় কতই সন্দ, পায়ে ধরি ওহে নন্দ, বাঁচে না প্রাণ গোপাল বই॥

ঐ সুর।

তখনি জেনেছি হারালেম কৃষ্ণধন।
যখন অক্রূর রথে আসি দিবে ব্রজে দরশন॥
সে অবধি নীলমণি, খেলে না ক্ষীর নবনী, মনে হলে সে রজনী বক্ষ ফেটে যায়। গোপাল ঘুমাল আমার কক্ষে, শিরে বেঁধে দিলাম রক্ষে, তবু গোপাল থেকে থেকে চমকে উঠে নীলরতন॥

বৃন্দা উক্তি ঐ সুর।

শুন শ্যাম গুণধাম ব্রজধাম ত্যজনা।
বিনয় করি বংশীধারী রাধায় নিদয় হওনা॥
শুনেছি হে শ্রীমুখেতে, কান্দালে হয় কান্দিতে, পরকে কান্দায়ে বঁধু আপনি শেষে কেন্দনা।

মনোমোহিনী কীর্ত্তনীর সুর।

ব্রজভাই হে কার রথ ব্রজে কি কারণ।
রথ হেরি ওহে হরি হারাই হারাই করে মন॥
এ রথ নহে সাপক্ষ, হবে বুঝি শত্রুপক্ষ, ধরিবারে শুকপক্ষ, যেমন ব্যাধের বৈরাগ্য ধারণ॥

ঐ সুর।

আর মালা গাঁথ কি কারণ। কমলিনি গো।
যার জন্য গাঁথ মালা সে যায় মথুরাভুবন ॥
অক্রূর আসি মধুপুরী, ধনুর্যজ্ঞের ছল ধরি, লয়ে যাবে প্রাণের হরি শূন্য করি বৃন্দাবন।
গাঁথিয়ে মালতীর মালা, মন হরে জপ মালা, ভুজঙ্গ হইয়ে মালা, শ্রীঅঙ্গে করিবে দংশন ॥

ঐ সুর।

রথ রাখ বংশীবদন, হেরি চাঁদ বদন।
রাধার রথ ত্যজ্য করি কোন রথে কর গমন ॥
ব্রজনাথ হে ব্রজে থাক, দাসীর মিনতি রাখ যাই যাই বোলোনাক, যাই কথা মিষ্টি কেমন ॥
রথ রাখ কথা রাখ, বঁধূ আমরাও দেখি তুমিও দেখ, নতুবা ও রথ চক্রে হৃদয়রথ করিব পতন ॥

ঐ সুর প্রভাস।

ওরে দ্বারীরে দেখিব সে তীর্থ কেমন।
কোন তীর্থে প্রবর্ত্ত হয়েছেন ব্রজের নিত্য ধন ॥
শুনিয়ে নারদপত্রে, এসেছি হে কুরুক্ষেত্রে, বাসনা হয়েছে চিত্তে, নেত্রে নেত্র করিব মিলন।
দ্বার ছেড়ে দে ওরে দ্বারী, তীর্থে তীর্থ মিলন করি, কোথারে তোর বংশীধারী শ্রীরাধিকার প্রাণধন ॥

মনোমোহিনী কীর্ত্তনীর সুর।

ত্রিভঙ্গ হে কে জানে ভঙ্গী তোমার।

সকলি করিতে পার তুমি জীবের মূলাধার ॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হয়ে, বলিরে ছলিলে গিয়ে, ত্রি-
পদ তুমি ভিক্ষে লয়ে, হরে নিলে রাজ্যভার ॥
মান ভিক্ষা করিবে বলি, যোগী হলে বনমালী,
বৃন্দাবনে কৃষ্ণকালী, মান বাড়াতে শ্রীরাধার ॥
ব্রহ্মা আদি দেব শিব, তব মায়ায় মুগ্ধ সব,
সে ভাবের অভাব পলকে পালো সংসার ॥

ঐ সুর।

রাধে তোমার কালাচাঁদ লুটায় ধরণী।
মোহন চূড়া ঠেকিবে পায় সরে বস গো মানেনি ॥
ব্রহ্মা ধ্যানে না পায় যাঁরে, সে ধন তোমার চরণ
ধরে, চিন্‌লিনি রাই মানভরে, জগতের চিন্তামণি।
কে জানে গো তাঁর তত্ত্ব, সর্ব্ব জীবে আবির্ভূত,
বৈষ্ণবীমায়াতে মুগ্ধ রয়েছে সকল প্রাণী ॥

ঐ সুর।

দে গো বৃন্দে আমায় দে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হতে হোলো শ্রীরাধার মানের দায়ে ॥
আর খুলে নেগো পীতাম্বর, পরিধান বাঘাম্বর,
চন্দনে আর কি কাজ করে, দেগো ভস্ম মাখায়ে।

হাতের বাঁশী রাখি দূরে, শিঙ্গে ডম্বুর ধরি করে,
মোহনচূড়া তেয়াগিয়ে দে গো জটা বিনায়ে ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল—ঠেকা।

ধীরে ধীরে নীরে আয় সখি সকলে।
কৃষ্ণ রূপ হেরেছি জলে অদৃশ্য হয় হিল্লোলে ॥
পলকে নিরখিয়েছি, অধোমুখে চেয়ে আছি,
জীবনে জীবন পেয়েছি, প্রয়োজন কি গোকুলে।
ও রঙ্গ ভাল বাসিনা, সখি সবে ঢেউ দিও না,
কালাচাঁদকে দেখা যায়না হেসে আশুতোষ বলে ॥

ঐ সুর।

ওহে উদ্ধব দেখ শব এই গোকুলে।
বেঁচে কেউ কি আছে প্রাণে কৃষ্ণবিচ্ছেদ
অনলে ॥
শুকাল নবপল্লব, বিনে সে রাধাবল্লভ, যমুনা হল
অর্ণব গোপীর নয়নসলিলে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বিনাবাদ্যবিনোদিনি ॥
শরীরে শারীরীযন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে, গুণ
ভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী। আধারে
ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর, মণিপুরেতে
মল্লার, বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী ॥ বিশুদ্ধে হিল্লোল

সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে, তাল মানলয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী। মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে, তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী। শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়, তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাঁকি মুখে আচ্ছাদিনী ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল ঠেকা।

ভাবরে বসে মদনান্তক রমণী মন মানসে।
না হয় নাই পর্য্যটনশ্রম, প্রেমগন্ধ ভাব কুসুম, তেজো ধূপ দীপ প্রাণ আছে রে তব পাশে ॥ সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন, ভাবরূপ নৈবেদ্য কররে অর্পণ, কাম আদি ছয় জন, বলির এই নিরূপণ, জ্ঞান কৃপাণে ছেদন কর অনায়াসে। হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমিধ সমিধি, ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি, হোতা হও ত্যজি কর্ম্ম, দ্রার্ঢ্য ঘৃতে রাখি মর্ম্ম, আহুতি দে ধর্ম্মাধর্ম্ম মন রে হেসে ॥

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

শমন মিছে আশা কর।
পাশা পাড়াইতে আমায় কি পার ॥
ছক রেখেছি বাধ্য করে সাধ্য নাই হারাইতে পার। জয়দুর্গা বলে পাষ্টি ফেলে দান মেরেছি কচেবার ॥ রোখ করে রয়েছি বসে দুর্গানাম

লয়ে মূলাক্ষর। কেনে মরবি হেরে যারে ফিরে, জিতবে বাজি নীলাম্বর ॥

—

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল—একতালা।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ ছাড়া রে মন কোন তীর্থ কোথায় আছে ॥
শুনেছিরে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে, দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে। পুনঃ মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়েন বিপদে, দিয়ে রক্ত জবা কালীপদে, তবে গো রাবণ বধেছে ॥ দ্বারকা মথুরা পুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি, কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে। সেই কৃষ্ণের জন্মকথন, কংস রাজা বধে জীবন, তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচাইয়েছে ॥ শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ, যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে ॥ শম্ভু ভাবে দিবা নিশি, যার কৃত সেই কাশী, আপনি হয়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥

বিজয়া।

রাগিণী পরজ—কালাঙ্গড়া।

ওরে নবমী নিশি না হওরে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত, আপনি হইয়ে হত, বধরে পরের প্রাণ। প্রফুল্ল কুমুদ করে, সচন্দন লয়ে করে, কৃতাঞ্জলি হই[illegible] তোমার চরণে করিব দান। মোরে হইবে শু[illegible]য়, নাশ দিনমণিভয়, যেন না সহিতে হয়, শিবের [illegible]রণ বাণ॥ হেরিয়ে তনয়ামুখ, পাসরিলাম সব দুঃখ, আজি সে কেমন সুখ, হইতেছে স্বপন জ্ঞান। ক[illegible]লাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি, লুকায়ে রাখনা মারে হৃদিমাঝে দিয়ে স্থান॥

রা[illegible] খট—তাল জলদ্‌তেতালা।

কি হ[illegible] নবমী নিশি হইল অবসান গো।
বিশাল ড[illegible]মল বাজে শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো॥
কি কহিব বল দুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ, মায়ের মলিন হয়েছে অতি সুবিধু বয়ান। ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে তা দিতে পারি, বরঞ্চ জীবন চাহে তাহা করি দান॥ কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত, আমি ভাবিয়ে ভবের

রীত হয়েছি পাষাণ গো ।। পরাণ থাকিতে কয়, গৌরী কি পাঠান যায়, মিছে আকিঞ্চন কেন কর ত্রিলোচন। কমলাকান্তেরে লয়ে, কহ তারে বুঝাইয়ে, হর আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো।।

পোলের গীত।

গঙ্গাতে এক পুল হয়েছে অবিকল।
মরি ইংরাজের কি বুদ্ধি বল ।।

অনায়াসে লোহার কেলাটি ভাসায়ে জলে। কি আশ্চর্য্য পুল রেখেছে কলে কৌশলে ।। আবার সময় পেলে, মধ্যে খুলে জাহাজ করে চলাচল ।। রাবণ করিতো স্বর্গের সিঁড়ি শুনি, মহেশ বলে কলিকালে ধন্য কোম্পানি, যা মনে করে তাইত করে সবাই এদের করতল ।। গাড়ি ঘোড়া কত শত, চলে যাচ্ছে অবিরত, জোয়ার ভাঁটায় একি মত, নাহি করে টলাটল। পুল দেখিতে আসিছে কত যুবতী নারী, পাছাপেড়ে ঢাকাই পরা যাই বলিহারী। নাকে নোলক নাড়া গলায় গোঁপহার পায়েতে চার গাছা মল ।।

পরোপকার পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে।

সমাপ্ত।

কলিকাতা নং ৯৯ আহীরীটোলা। এন, এল, শীলের যন্ত্রে
শ্রীহৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারত গান।

ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধীয়

এবং

স্বদেশানুরাগোদ্দীপক

একশত গীত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

“But though glory be gone, and though h…
Thy name, * * * I shall h…
Not even in the hour when his heart is most gay
Will he lose the remembrance of thee and thy wrongs!
The starnger shall hear thy lament on his plains;
The shy of thy harp shall be sent o'er the deep,
Till thy masters themselves, as they rivet thy chains,
Shall pause at the song of their captive and weep.”

মুর।

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৮ নং মিত্রের লেন, চোরবাগান,—কলি…

ভারতাশ্রুসরসীতে, তোমার সুধাশ্রু তা'তে
কেবল মিশিতে থাক্ ;—কাঁদ খালি, রে নলিনি! [৪]

বিভাষ—আড়াঠেকা।

যে বিধাতা, শশধর! তোমারে করিল ম্লান,
সেই বিধি ভারতেরে করেছে তব সমান।
তুমি, শশী! নিশাকালে আবার কিরণজালে
শোভা পা'বে; ভারতের কিন্তু শোভা অবসান।
আর কি ভারত, হায়, নিশা এলে পুনরায়
তব সম মনোরম সুকম হ'বে?—
হায়, সে বাসনা বৃথা, ভারতের মনোব্যথা
দ্বিগুণ বাড়িবে আরো, আকুল হইবে প্রাণ। [৫]

যোগিয়া—দ্রুতত্রিতালী (কাওয়ালি)।

এখনো কি মৃদুমন্দ বহিবি, রে সমীরণ?
বারেক গম্ভীর রবে করিবি না গরজন?
ভারত গভীর ঘুমে লুটা'য়ে পড়েছে ভূমে,
গভীর গর্জ্জন বিনে, হ'বে কি রে জাগরণ?
কুসুমলতিকা-হার ছলা'লে কি হ'বে আর?
ভাঙ রে পর্ব্বতচূড়া, তা' হ'লে সে র'বে,—
ভারত দীনা অভাগী হয় ত উঠিবে জাগি',
নতুবা এ ঘোর ঘুমে র'বে চির অচেতন। [৬]

আসা—ঠুংরি।*

নিশাগত, তবু কেন শিশির-বারি
পুষ্পমুখে বসি' হাস্য বরষে রে,
দেখিতে যে নাহি পারি।
ভারত কাঁদি'ছে, শিশির হাসি'ছে,
তা' দেখি দুখ না বিচারি ;—
হেন অরি শিশিরে শুষুক ভাস্কর
খরতর তেজ প্রসারি'। [৭]

সর্‌ফর্দ্দা—আড়াঠেকা।

পূর্ব্বসুখ ভেবে ভেবে গভীর বিষাদ মনে
সারা নিশি, ভারত গো ! ভ্রমিলে মা, বনে বনে।
পূর্ব্বে তুমি প্রতি ক্ষণে যে সুখ পেয়েছ মনে,
তা'রি কি মা, সংখ্যাপাত হিমবিন্দুবরিষণে ?
এই তব বক্ষোময় শিশিরের বিন্দুচয়
পড়েছে যামিনী কালে, শুকায় প্রাতে ;—
এ নয় শিশিরবিন্দু, এ যে তব শোকসিন্ধু
উথলিয়া, আঁখি দিয়া গড়াই'ছে তৃণাসনে। [৮]

আলাহিয়া—শ্লথত্রিতালী।

সপ্ত শত বর্ষ পরে ধূলাময় ধরাতলে
ভারত ঘুমা'য়ে আছে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে।

---

* দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী' গানের সুর ও তাল।

নিদ্রে! তুমি ভারতেরে ছেড় না ক্ষণেরো তরে,
স্নিগ্ধ কর আঁখি'পরে ঢেকে রাখ মৃদু বোলে।
গত বিভাবরী হ'তে আজেরো শীতল প্রাতে
ঘুমায় ভারত দীনা, বেদনা ভুলি';—
অনেক দিনের পরে আজি তব কোল'পরে
দুখিনী পেয়েছে ঠাঁই, ফেল না ফেল না ঠেলে। [৯]

সিন্ধু—ঠুংরি।

জাগায়ো না ভারতেরে, সখা হে আমার,
জাগিলে ভারত, শোক জাগিবে আবার।
নিদ্রার মন্ত্রের বলে যে শোক গিয়াছে চ'লে,
সে শোকেরে জাগান কি উচিত তোমার?
জাগিলে ভারত মাতা, অসহ্য দারুণ ব্যথা
খরতর খুর সম কাটিবে হৃদয়;—
যে আঁখি এবে মুদিত, হ'বে তাহে প্রবাহিত
দরদর ধারে অশ্রু, নির্ঝর-আকার। [১০]

ভৈরব—আড়চৌতাল।

যা উড়ে পাখি রে! ডেক না, ডেক না
ও মধুর বোলে তমালে;
জাগিবে ভারত, জাগিবে হৃত শোক,
ভাসিবে আঁখি জলজালে।
দুখের প্রভাতে সুখের সঙ্গীত
কেন তোর গল, বল, ঢালে;—

এবে রে তোমার সুধার সুধায়
বিষধার ভারত-ভালে। [১১]

আশাবরী—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

আর কত কাল, ভারত মা! র'বে ঘুমা'য়ে?

(অন্তরা)

তব নাসাবিবরে শ্বাস বহে না, গেছে দৃষ্টি নিবা'য়ে।
মৃত জন সম গো, আর কি এবে ভূমে র'বে লুটা'য়ে?
জগজন সকলে জাগিল প্রাতে, শুধু তুমি ঘুমা'য়ে। [১২]

খট্—যৎ।

জাগিয়ে অশান্তিভোগ কর দিন রজনী;
ঘুমা'য়ে স্বপনে শান্তি লভি'ছ কি, জননি?
ভূমি ছাড়ি' তাই বুঝি, উঠিতে না চাও আজি?
ঘুমাও ঘুমাও তবে, দীনহীনা দুখিনি! [১৩]

বাঙ্গালি—আড়াঠেকা।

কনকরচিত মণিখচিত সুষমাকর
পর্য্যঙ্কে শুইত যেই সুখভরে নিরন্তর,
এবে সেই অভাগিনী বিছা'য়ে আঁচলখানি,
ঘুমায় ভূতলে পড়ি', ধূলিমাখা কলেবর।

---

* "অব কৈসে ঘঁড়ি রে যমুনা" গানের সুর ও তাল।

যে অঙ্গে চন্দন ছিল, কে তাহে কর্দ্দম দিল?
যে শিরে বালিশ ছিল, বাহু এবে তা'য় ;—
শত সুত সুতা যায় দিত রে পাথার বায়,
এবে সে ভারত-গায় স্বেদ ঝরে ঝর ঝর। [১৪]

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

অস্থিসার দেহ তব, তাহে সুকঠিন ভুমি,
অভাগা পুত্রের মাত। ! কেন তাহে শু'য়ে তুমি?
উঠে ব'স একবার, আমরা কুন্তল ভার
কাটিয়া কোমল শয্যা গ'ড়ে দি, গো মা জননি!
দরিদ্র সন্তান সবে কোথায় বসন পা'বে,
কেশভার বিনা আর কি আছে গো, হায় ;—
এই কেশশয্যা'পরে শো, জননি! ধীরে ধীরে,
সম্বল এখন তোর কেবল অন্তরযামী। [১৫]

সারঙ্গ—একতালা।

হে দিবাকর! সর সর সর,
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,
অধীর পরাণ, আকুল কায় ;
একে আঁখি-বারি ঝর ঝর ঝরে,
তাহে দেহে স্বেদ ঝরে তব করে,
বল দেখি, রবি! ক্ষীণ কলেবরে
কেমনে ভারত বাঁচিবে, হায়!

কণ্ঠ শুকা'য়েছে দারুণ পিয়াসে,
দেহ শুকা'য়েছে চিন্তার হুতাশে,
হৃদি শুকা'য়েছে শোকের নিশ্বাসে,
আশা শুকা'য়েছে নিরাশা-বায় ;
এ হেন বিপদে—এ হেন দশায়,
কেন তুমি, ভানু ! আকাশের গায় ?
সর সর সর ;—মর-মর-প্রায়
ভারত জননী কাতরে চায়। [১৬]

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—রূপক।

অসম্ভব যাহা, তাহা সম্ভব হইল,—
পশ্চিমে করাল ভানু অই রে উদিল।
এমনি প্রচণ্ড কর জ্ব'লে গেল চরাচর,
আকাশের পাখী পুড়ে আকাশে মরিল।
একটি কোমল লতা, হিমাদ্রির মূল যথা,
তথা হ'তে কুমারিকা অবধি ছিল রে ;—
এ ঘোর ভানুর করে জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে,
হায় রে, শুকা'য়ে অই লুটা'য়ে পড়িল ! [১৭]

গৌড়সারঙ্গ—কাওয়ালি।

প্রখর ভাস্কর-করে ভারত পিয়াসে মরে,
একবার দিবাকরে ঢাক, রে জলদ !
যে আকারে বরষায় থাকিস্ আকাশ-গায়,
সে আকারে আয় আয় তৃষিত-সম্পদ !

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

ভারত গান।

ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধীয়

এবং

স্বদেশানুরাগোদ্দীপক

এক শত গীত।

ললিত—আড়াঠেকা।

কি গাইব আজি, হায়, কি আছে ভারতে আর!
হু হু করে প্রাণ মন, ধূধূ করে চারি ধার।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
শূন্যময় সবি দেখি, শূন্যে রব হাহাকার।
ভারত—ভারত নয়, কেবল শূন্যতাময়,
কায়ার কেবল ছায়া, নাহিক জীবন;—
তা'ই আজি খেদে কই,—বেদের ভারত কই?
অধীন ভারতে, হায়, এ যে শুধু অশ্রুধার! [১]

ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রভাত আইল অই, ভারত জাগিল কই?
প্রভাতের পাখি ডাকে, ভারত শুনিল কই?

প্রভাত-আলোক পেয়ে, শতদল প্রসারিয়ে,
জলে শতদল ফুটে, পরিমল ছুটে অই ;
কিন্তু হায়, এ কি দেখি, ভারত মলীনমুখী
না মিলিল দু'টি আঁখি, কেন রে,—
প্রভাতে জাগিল বিশ্ব, হইল নবীন দৃশ্য,
খুলিল অসংখ্য আঁখি, ভারতের আঁখি বই। [২]

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

আবার কেন, হে রবি ! উদিলে নভে ?
আশা ছিল, সিন্ধুজলে, বন্ধু হে, ডুবিয়ে র'বে।
ফিরে যাও, দিবাকর ! আঁধারি' ধরা অম্বর,
তোমারে দেখিলে, পুনঃ শ্মশান দেখিতে হ'বে।
যে দেশে ভারত নাই, যাও তুমি সেই ঠাঁই,
ভারত-শ্মশান দেখি' কি লাভ তব ?—
সম্বরি' কিরণ-মালা, ফির, দেব ! এই বেলা,
ভারত ছাড়িয়া যাও, শ্মশানে কি সুখ পা'বে ? [৩]

রামকেলী—শ্লথত্রিতালী (ঢিমা তেতালা)।

অয়ি ফুলকুলরাণি মধুমুখি কমলিনি !
ফুটিয়ে হেস না আর সরসে রে সুহাসিনি !
তুমি যে সরসী-জলে হাসি'ছ বদন তুলে,
ও যে ভারতের অশ্রু, উথলে দিন যামিনী।
মম অনুরোধে আজ, কর, ফুল ! এই কাজ,—
হাসির বদলে কাঁদ, মুদিয়া নয়ন ;—

এ দারুণ পিপাসায়, মহাসিন্ধু যদি পায়,
তাহাও পিয়িতে চায়, তৃষিতা ভারত,—
আয় রে বারিদবর! ঢাল বারি ঝর ঝর,
ঘুচে যা'ক্ ভারতের পিয়াস-বিপদ। [১৮]

সামন্তসারঙ্গ—শ্লথত্রিতালী (ঢিমা তেতালা)।

শিলাতলে শুয়াইয়ে, বুকে দিয়ে শিলাভার,
ভারতের প্রতি, হায়! কেন এত অত্যাচার?
দুপুরে রবির করে, একে ত ভারত পোড়ে,
তা'তে শিলা অগ্নি সম, প্রাণান্ত ভারত-মা'র!
ও তোর চরণে ধরি, বারেক করুণা করি'
ছেড়ে দে রে দুখিনীরে, দোহাই দোহাই;—
মা ম'লে, আমরা, হায়, মা ব'লে ডাকিব কায়?
সব নিলি, মাতৃপ্রাণ নিস্‌নে রে—ছাড় ছাড়। [১৯]

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।*

(আস্থায়ী)

বক্ষ ভিজা'য়ে চক্ষে মা তোমারি বারিপাত গো রজনী দিনি।

(অন্তরা)

হা সতত, অয়ি বীরপ্রসূতি! তোর অসুখনিশীথিনী।
অঞ্চলখানি পাতি' ভূমি'পর তুমি বিলুণ্ঠিত সুদুখিনি। [২০]

---

* "অব্ তো শুনিলে বন্‌সে তনওয়ারি তোরি কারণ জরবো কিনি" গানের সুর ও তাল।

রাজবিজয়—তেওরা।*

(আস্থায়ী)

কাহে তোর, ভারত রে, কাহে তোর ভারত রে,
ভারত রে, উদ্ধার রে, নহি ভেল রে ?

(অন্তরা)

কাহে অযুত দুখভর ভুঞ্জ রে, ভুঞ্জ রে কাহে অন্তরে,
কাহে নেল ব্যথা অন্ত রে, ভারত রে !

(অন্তরা)

কাহে নয়ন তোরি ডগমগ ওরে, গগনে কাহে চাও রে ;
ঘোর রোদন-সিন্ধু কি নভেল অপরম্পার রে ! [২১]

মুলতানী—তেওট।

রতনমণ্ডিত হেমভূষণ ছিল রে যা'র,
লোহার নিগড় এবে চরণে জড়িত তা'র !
যে হৃদয়ে মধ্যমণি শোভিত দিন রজনী,
সে হৃদয় ভগ্ন এবে সহিয়া পাষাণ-ভার।
যে করে বলয় ছিল, কে তাহাতে পরাইল
অটুট কঠিন লৌহগঠিত শিকল ;—
ডিম্বাকার মুক্তাহার সুশোভিত কণ্ঠ যা'র,
সে গলে কে দিল খুর, বহি'ছে শোণিত-ধার ! [২২]

* "ভূওা'পর উদিত রে, ভুওা'পর উদিত রে," গানের তাল ও সুর।

পুরিয়াধানশ্রী—তেওট।*

(আস্থায়ী)

হা বিধি রে, কেন হেন শেল তুই বসাইলি,
ভারতের বুক বিদারিলি !

(অন্তরা)

কাঁদে অনাথিনী, তুই তায় কিবা সুখ পাইলি ? [২৩]

পুরবী—আড়াঠেকা।

ভারতের সুখ-রবি লুকা'য়েছে চারু ছবি ;
কি গাইবি আজ, ওরে রাগিণি পুরবি ?
কোমল ঋষব দিয়ে, তীব্র মধ্যমেরে ছুঁ'য়ে,
আর পঞ্চ শুদ্ধ সুরে কি আজি গাইবি ?
কে শুনিবে তোর গান, কে শুনিবে তোর তান,
কে শুনিবে ছন্দ তোর উদাস হ'য়ে ?—
কে তোর মধুর রবে সন্ধ্যাসুখ সম্ভোগিবে,
কা'র চখে সন্ধ্যাছায়া সুরঙে আঁকিবে ? [২৪]

পুরবী—কাওয়ালি।

তপন ! জলধি-জলে তুমি ত ডুবিলে বটে,
কিন্তু যে ভারত আরো পড়িল ঘোর শঙ্কটে।
তুমি ছিলে যতক্ষণ ভারতের ততক্ষণ
শোকের কঠিন রেখা কিছু ছিল স্মৃতিপটে।
কিন্তু অই বিভাবরী সন্ধ্যারে সম্মুখে করি'
আসিতেছে ধীরি ধীরি পূরব হ'তে ;—

---

* "কাননিয়া বেধ বেধ বেধ কি তু বনাইরি" গানের সুর ও তাল

এবে এ বিষম কালে, না জানি ভারত-ভালে
কি হ'তে কি শোকসহ বিষম বিপদ ঘটে। [২৫]

শ্রীরাগ—সুরফাক্তাল।*

(আস্থায়ী)

গঞ্জনখিন্ন মনে, দুখযুত হৃদয়া! কহ দিনরাতি, কেন গো
মলিন মুখখানি?

(অন্তরা)

সজল নয়ন, সভয় চিতকম্পন, উদিত মনসি তোমার
দুখকাহিনী। [২৬]

শ্রীরাগ—আড়াঠেকা।†

(আস্থায়ী)

মনোদুখে অধোমুখে কাঁদে কাতরে,
হৃদয়ে বিষম ভয়, নয়ন ঝরে।

(অন্তরা)

শোকের নাহিক পার বুকের বেদনা ভার
জীবনে ভারত মা'রে হতাশ করে।

(অন্তরা)

সন্ধ্যার শীতল বায় শীতল না করে কায়,
দ্বিগুণ আগুন-দাহে শরীর জরে। [২৭]

---

* "মঞ্জুল কুঞ্জবনে বিলসতি" গানের সুর ও তাল।
† "প্রিয়া সনে উপবন মাঝে বিহরে" গানের সুর ও তাল।

গৌরী—আড়াঠেকা।

লোহিতবরণে রবি গেল অস্তাচল ;
কুলায়ে চলিয়া গেল বিহঙ্গমদল ;
দিবস চলিয়া গেল, আলোক চলিয়া গেল,
ভারতের মহাশোক গেল না কেবল।
শশাঙ্ক হাসিয়া এল, দলে দলে তারা এল,
শীতল বাতাস এল, খদ্যোত এল,—
কুমুদীর বাঁস এল, কৌমুদীর হাস এল,
ভারতের গতসুখ এল না কেবল। [২৮]

গৌরী—একতালা।

দিবস বিগত, তবুও, ভারত ! নহিল বিগত দুখ তোমার ?
রজনী আইল, আবার ছাইল শোকের উছাস মুখ তোমার।
পূরব আকাশে আঁধার ধায়,
বদন তোমার আঁধার তায়,
তপত করি'ছে শীতল বায়
দুখনিপীড়িত বুক তোমার।
শিশির-শীকর ঝরে ধীরে ধীরে,
শরীর তোমার ভাসে আঁখি-নীরে ;
আরো কত দিন, ওরে দুখিনি রে,
দুখ-নীরে পড়ি দিবি সাঁতার !
পবন বহি'ছে কুসুম-বাস,
বেদন বহি'ছে তোর নিশাস,

পলকে বাড়ি'ছে ঘোর তরাস,
বহি'ছে নিরাশা-নদী অপার। [২৯]

চিত্রাগৌরী—কাওয়ালি।

ক্রমে গাঢ়তর সন্ধ্যা ঢাকিল ভুবন;
আঁধার ভেদিয়া আর না চলে নয়ন।
পরশি' সন্ধ্যার সখী কাল হ'ল দশ দিশি,
তমসের স্তরে শূন্যে ডুবিল গগন।
ভারত মাতার আর প্রবাহিত অশ্রুধার
দৃষ্টিপথে অভাগার নাহিক পড়ে,—
কিন্তু রোদনের নাদ হৃদয়ের অবসাদ
দ্বিগুণ করিয়া দিল, বধিরি' শ্রবণ। [৩০]

ত্রিবণী—ঝাঁপতাল।

কেন আর দেবালয়ে সন্ধ্যার আরতি হয়,
কেন শঙ্খ-ঘণ্টা-রব উঠি'ছে আকাশময়?
ঝাঁঝর কাঁসর আর কেন বাজে চারি ধার,
দুন্দুভি, মৃদঙ্গনাদে কিবা আর ফলোদয়?
নাহিক দেব-মূরতি, কাহার কর আরতি,
কাহারে প্রণাম কর, ভাই রে,—
কি হ'বে দেবতা সেবে? রোদনি সম্বল এবে,
দেবতার বাসভূমি এবে এ ভারত নয়। [৩১]

মারওয়া—তেওট।

আরো জোরে, ঝিল্লিকুল ! ছাড় রে স্বনন ;
শুনিতে পারি না আর ভারত-রোদন।
কি সকালে কি বিকালে, কি দুপুরে সন্ধ্যাকালে
কাঁদিতে ভারত-কণ্ঠ চির-উন্মোচন।
এ রোদন শুনে শুনে, আকুল হ'য়েছি প্রাণে,
রোদনের প্রতিনাদে বেদন বাড়ে,—
ঝিল্লি রে, এ হেতু বলি, আরো উচ্চ তান তুলি'
ঢেকে ফেল ভারতের অনন্ত রোদন। [৩২]

হাম্বির—তেওট।*

(আস্থায়ী)

কেঁদে কেঁদে, অহো, রে তোমার,
সদা চখে ঝরিবে কি জলধার ?

(অন্তরা)

অচল র'বে কি রজনী নিত, ভোর কবে হইবে এ নিশার ?
ভারত ! আলোক-ভাতি তুমি রে দেখিবে কি পুন আর ?[৩৩]

শ্যাম—মধ্যমান।

নিশিদিন, রে দুখিনি ! এই কি তোর হ'ল, হায় !
কঠিন শিকল গলে, বহিবি নিগড় পায় ?
কোথা তোর অলঙ্কার, কেন বুকে শিলাভার,
কেন ছিন্নবাস পরা, কেন ধূলি মাখা গায় ?

---

* "চেয়ঞ্জেবি রহো মহারাজ" গানের সুর ও তাল।

কত দিন ভারত রে, ভাসিবি শোক-সাগরে,
কত দিন ঢালিবি রে, নয়ন-বারি ?—
বল, আর কত দিন, করিবি শরীর ক্ষীণ,
কত কাল ভ্রমিবি রে পথে পাগলিনী প্রায় ? [৩৪]

কেদারা—ধামার।*

(আস্থায়ী)

হরি হরি, ভারত রে! দিন দিন যন্ত্রণা বাড়ে তোমারি।

(অন্তরা)

লাখ অযুত জাঠাশেল ক্ষীণ দেহে বার বার পেষণ ভারি। [৩৫]

কেদারা—আড়াঠেকা।

নীরব হ'য়েছে ধরা নীরব নিশায় ;
মন খুলে কে কাঁদিবি, আয় আয় আয়।
প্রকৃতি ভেবেছে মনে, নিদ্রা যা'বে স্বপ্নসনে,
ঘুমা'তে দিব না তা'রে আজি এ ধরায়।
কাঁদিয়া কাঁদা'ব তা'রে, ভাসাইব আঁখিধারে,
ডুবাইব সুগভীর বিষাদ-সাগরে,—
দেখিব কেমন ক'রে প্রকৃতি শয়ন করে
আজি সুখ-শয্যা'পরে, সুখেতে কোথায়। [৩৬]

কেদারা—মধ্যমান।†

(আস্থায়ী)

বল, দুখজালে, কতকালে, বিপদহরা মুকতি পা'বে ?

---

* "চোরি চোরি মারত হ' কুম কুম" গানের সুর ও তাল।
† "ফুলবনয়াগে রসপাগে" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)

বেদনা ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, হর্ষ উদিবে,
ডরশোকনিচয় বিলয় পা'বে ? [৩৭]

ছায়ানট—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

আহা তোমারে, হিয়া মাঝারে, ঘোর বেদন, হায়,
হ'ল ভুগিতে, পরাধীনি !

(অন্তরা)

তুমি সদা রে শোকভরে, হা অধীরে ! অঁাখিনীরে
ডুবি'ছ রে দিন রজনী। [৩৮]

ছায়ানট—আড়াঠেকা।

কেন, রে ভারত ! তোর নিয়ত নয়ন ঝরে,
কেন রে শরীর তোর কেঁপে উঠে থর থরে ?
পরক্ষণে কেন, হায়, অচল পুতুলীপ্রায়
হ'য়ে যাস্, ক্ষীণ গলে বচন নাহিক সরে ?
আবার চমকি উঠি', কেন রে পালা'স ছুটি',
ভূতলে পড়িস লুটি' আকুল হ'য়ে ;—
পালা'তে উঠিতে চা'স, কাঁপিয়া পড়িয়া যা'স,
অন্তরে অপার ত্রাস, এ কি হ'ল, ভারত রে ! [৩৯]

---

* "পিয়া হামারে, পিয়া হামারে" গানের সুর ও তাল।

কামোদ—কাওয়ালি।

দেখিতে পারি না তোর সমল বদন,
দেখিতে পারি না তোর সজল নয়ন;
দেখিতে পারি না আর হেন তোর ক্লেশভার,
অপার নয়ন-ধার যেন প্রস্রবণ।
দুর্ব্বল হৃদয় চিরে রব তব, দুখিনি রে,
পরতে পরতে উঠে গগন তলে ;—
কেঁদ না কেঁদ না আর, মুছে ফেল অশ্রুধার,
দুঃখবিমোচনে ডাক, দুঃখ হ'বে বিমোচন। [৪০]

কল্যাণ—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

হা ভারত! তোমারি কিবা এবে বল আছে রে?

(অন্তরা)

মুকুতা মাণিক মরকত বৈদূর্য্য হেম সব গেছে রে!

(অন্তরা)

এবে, রে ভারত! ভিখারিণী অভাগী পর কাছে রে। [৪১]

পুরিয়া—মধ্যমান।†

(আস্থায়ী)

রে ভারত দুখিনি রে! দুখের অতল নীরে ডুবে গেলে!

---

* "মন্দেরেওা বাজেরি পিয়া মেরে ঘর আএরি" গানের সুর ও তাল।

† "বিশারত নাহি বাত পিয়াকো চিতমে লাগি রহি মেরে" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)

তব নয়নের ধার ধায় স্রোত-আকার অপার জলে।

(অন্তরা)

দুখ-নীর সহ তোর, হায়, আঁখি-আসার প্রবাহে চলে। [৪২]

জঙ্গ্‌লা—তেওট।*

(আস্থায়ী)

অভূষণা, ভারত! তোরে কে রে করে'ছে?

(অন্তরা)

বৈভব তোরি রে, লোভ প্রসারি' রে,
একেবারে হরে'ছে?

(অন্তরা)

ভিখারিণী ক'রে, পরজন-দ্বারে
ভিখ-আশে রেখে'ছে?

(অন্তরা)

দুখমসীজলে তব ভাল-তলে
বিধি কি এ লিখেছে! [৪৩]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

অপার জলধিজলে কে রে ও রমণী ভাসে?
নড়িতে পারে না, কর পদ বাঁধা লতাপাশে।
তলায় তলা'য়ে যায়, ভয়ে হাবুডুবু খায়,
কেউ ওর নাহি, হায়, এ বিপদত্রাণে আসে।

---

* "গগরিআ ছুওন তোকে কেসে" মেয়্ দেহো" গানের সুর ও তাল।

এস এস, কে আছে রে, ত্বরা ও নারীরে ধ'রে,
তুল তুল সিন্ধুতীরে, নতু পড়ে কালগ্রাসে।
এ নারীরে যে তারিবে, মহাপুণ্য সে সঞ্চিবে,
চির কীর্ত্তি সে রাখিবে, শেষে যা'বে স্বর্গবাসে। [৪৪]

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।*

(আস্থায়ী)

বীণার নাহি ঝঙ্কার, ছিঁড়েছে তা'র চারু তার,
তানযোগে আর রে অলি না গায় সঙ্গে।

(অন্তরা)

কুসুম-শোভা না বিরাজে, লতিকা কুসুমে নাহি সাজে;
যামিনীশ তারার মাঝে সাজে না রে রঙ্গে।

(সঞ্চারী)

প্রাতে নীলাকাশভালে সূর্য্য না কিরণ ঢালে,
বায়ু আর তালে তালে নাচে না তরঙ্গে;—

(আভোগ)

হায় রে, ভারতে এবে আলোক গিয়াছে নিবে,
খদ্যোতের ক্ষীণভাতি, তাও নাহি অঙ্গে। [৪৫]

জয়জয়ন্তী—একতালা।

সাগ্রম ভোর নয়ন-লোর, ভারত! তোর ঝরে রে!
অযুত চোর করিয়ে জোর রতন তোর হরে রে!

---

* "প্রথম মধি ওঁকার দেবন মধি মহাদেব" বা তদনুকৃত "প্রথম নাম ওঁকার, ভুবনরাজ দেব-দেব" গানের সুর ও তাল।

উপায় নাই, কাঁদি'ছ তাই, গভীর শোক ভরে রে!
প্রহরী যা'রা, কোথায় তা'রা, এ চোর কা'রা ধরে রে? ৪৬

ভূপালী—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

কে রে আজ গায় সরস সুন্দর গান-সুতান?

(অন্তরা)

অনেক দিনের পর কেন পুন গান স্বর
ভরি' ধায় নভোবিতান?

(অন্তরা)

দুখিনী ভারত-কাণে কে রে পুলকিত-প্রাণে
ঢালি' দেয় মধুর গান? [৪৭]

ইমন্—আড়াঠেকা।†

(আস্থায়ী)

নয়ন-জল ঢালি', নয়ন-জল ঢালি',
ভারত কাতর!

(আস্থায়ী)

হৃদয়-দুখ-ভারে, নিশিত খুর-ধারে
ভারত কাতর!

(অন্তরা)

অন্তক সম কত ক্রূর কপট জন
পায়ে দলন করে ঘোর!

---

* "মেরে ঘর বাজে" গানের সুর ও তাল।
† "ঘুঁঘট পট খোলি, ঘুঘট পট খোলি" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)

অন্তর ত্যজি' তব দূর নহিল দুখ,
হায়, নহিল নিশি ভোর। [৪৮]

ইমন্‌কল্যাণ—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে, বল, থাকিবে মা, কত কাল ?
উজল বরণে তব হাসিবে না করজাল ?
দীপালোকে বসুমতী উজল হ'য়েছে অতি,
গগন শোভি'ছে ওই পরিয়া তারক-মাল।
কিন্তু তুমি হীনশোভা, নাহি সে জ্যোতির প্রভা,
গভীর আঁধারে ঢাকা বদন তোমার ;—
বল, মা ভারত ! তোরে এ গাঢ় আঁধার ঘোরে
থাকিতে হইবে আর কত কাল কত কাল ? [৪৯]

ইমন্‌কল্যাণ—কাওয়ালি।

গলায় মুকুতা-হার রজনী সময়ে যা'র
দীপালোকে উজলিত উজলিয়া চারি ধার,
এবে, হায়, গলে, তা'র নাহিক মুকুতাহার,
নয়ন-সলিল-ধার ওই ঝরে মুক্তাকার।
অবিরল বিন্দু ঝরে, চাঁদের চিকণ করে
ধীরে ঝিকিমিকি করে কপোল বুকে ;—
হা বিধাত ! এ কি হ'ল, মুক্তামালা কোথা গেল,
অশ্রু ঝকে অবিরল লোচনে ভারত মার। [৫০]

কীর্ত্তনের তুক্ক।*

গভীর নিশীথে, কাঁদিতে কাঁদিতে
কানন-ভূমিতে রে,
কেরে ওই নারী চলে ধীরি ধীরি,
উঠিতে পড়িতে রে ?
গভীর বিষাদে কাঁদে নানা ছাঁদে,
আনত বদনে রে;
মুকুতার মত ঝরে অবিরত
সলিল নয়নে রে !
পাগলিনীপ্রায় চারি ধারে চায়,
হাসিতে হাসিতে রে,
অমনি আবার করে হাহাকার,
কাঁদিতে কাঁদিতে রে।
আপনি কাঁদি'ছে, আপনি শুনি'ছে,
আপনি থামি'ছে রে;
আঁধারে আঁধারে, এ ধারে ও ধারে
একাকী চলি'ছে রে।
আলু থালু কেশ, এলো থেলো বেশ,
নাহি সুখলেশ রে;
প্রতি পলে পলে হৃদয়ে উথলে
দুখ একশেষ রে !
হাঁটে গুটি গুটি, কাননের মাটী
চরণে বাজি'ছে রে,

* "মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী" গানের সুর প্রভৃতি।

বিষম বেদনা, চলিতে পারে না,
বসিয়া পড়ি'ছে রে!
বুকের উপরে করাঘাত করে,
ফেলি'ছে নিশাস রে,
কি ভাবিয়া চিতে, পলক না যেতে,
হ'তেছে হতাশ রে!
ঘোর বিভাবরী, কে রে ওই নারী
কাননবাসিনী রে?
কি ক'ব তোমায়, ওই নারী, হায়,
ভারত দুখিনী রে। [৫১]

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্য্য নাম এখনো ধরায়?
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায়?
তা' যদি থাকিত, তবে এ দশা কেন রে হ'বে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায়?
আর্য্য নামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য-অধম এবে ভারতবাসী;—
আর্য্যত্ব যাহাতে র'বে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আর্য্যনাম-ভানে গৌরব কোথায়? [৫২]

ঝিঝিট—মধ্যমান।

উঠ উঠ রে সকলে, ঘুমা'য়ে থেকো না আর;
যতনে মোচন কর মাএর নয়ন-ধার।

মায়ের রোদন নাদে, জড় প্রকৃতিও কাঁদে,
অনন্ত আকাশ কাঁদে, ঝরি'ছে শিশির-হার।
কিন্তু এ কি অলক্ষণ, ত্রিংশ কোটি পুত্রগণ
শুনেও র'য়েছে শু'য়ে জননীর হাহাকার ?
উঠিয়া সকলে আজ, কর পুত্রোচিত কাজ,
মাএর হৃদয় হ'তে ঠেলে ফেল শিলাভার। [৫৩]

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কে তোরে এমন করে কাঁদাইল, হায় রে,
কে তোরে রাখিল ধ'রে বেড়ী দিয়া পায় রে ?
যে নয়নে জ্যোতি-ধার প্রবাহিত অনিবার,
সে নয়নে বারি-ধার আজ ব'য়ে যায় রে !
সুখমুখ নিশা তোর দুখান্তে হইল ভোর,
মহাশোক-রবি ঘোর আকাশের-গায় রে !
সপ্তসত বর্ষ হ'তে ভাসি'ছ বিপদ-স্রোতে,
কত কালে কূল এর পাইবে কোথায় রে ? [৫৪]

সুরঠ—আড়াঠেকা।

হাসিতে ছিল রে শশী সুনীল আকাশ-ভালে,
গ্রাসিয়া ফেলিল তা'রে রাহু আসি' হেন কালে।
লুকা'ল রূপের ছটা, লুকা'ল কিরণ-ঘটা,
আঁখিহীনা হ'ল ধরা ডুবিয়া তিমির জালে।
কৌমুদী খেলিতেছিল, শশিসনে লুকাইল ?
কৌমুদী-প্রেমিক পিক কাঁদিল তমাল-ডালে।

গগনে না হেরি' ইন্দু, বিষাদে অসীম সিন্ধু,
অনুরূপ অশ্রুবিন্দু তরঙ্গ আকারে ঢালে। [৫৫]

সুরঠ-খাম্বাজ—একতালা।

ভারত তোমার নয়নের ধার, বল কত আর পড়িবে ঝরি?
বল বল,দীনে! আরো কত দিনে শোকের সাগরে পাইবে তরী?
সুখান্তে অসুখ, অসুখান্তে সুখ,
কিন্তু, অভাগিনি! তোর চিরদুখ
চিরদিনি কি রে জীবন্ত রহিবে,
অনল, গরল একত্র করি'?
হায়, ওই দেখ, কোটি কোটি দুখী
পলক না যেতে হইতেছে সুখী,
অসংখ্য পলক কিন্তু গত হ'ল,
তোর কি হ'ল, রে অনাথা নারী?
ওই ত যামিনী অবসানপ্রায়,
কোকিল কুহরে রসাল-শাখায়,
কিন্তু, রে ভারত! অভাগি রে, হায়,
পোহা'ল না তোর দুখ-বিভাবরী। [৫৬]

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

বিধাতার ইন্দ্রজাল কেহ কি বুঝিতে পারে?
অসংখ্য পুত্রের মাতা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে!
যা'র কাছে রোম, গ্রীশ ভিক্ষা নিত অহর্নিশ,
দুষ্টিমেয় অন্ন তরে ভাসে সে আজ অশ্রুধারে!

সাঁচা মণিমুক্তা যা'র যাইত সাগর-পার,
রাশি রাশি, দিবানিশি, সাক্ষী ইতিহাস ;—
এবে তা'র কন্যাগণ অশ্রু করে বরিষণ,
সামান্য বিলাতি মুক্তা কিনিতেও নাহি পারে! [৫৭]

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

দুখভার-সনে চির-শোক-মনে
রবি, ভারত রে! কত কাল তরে?
চিরানন্দ লভে যত বিশ্বজনে,
নিরানন্দভরে তোর অক্ষি ঝরে!
চিরহাসিমুখে সুখ ভুঞ্জে সবে,
পরদাসী তুমি কাঁদ রে নীরবে।
সিংহাসনে তুমি রাজ্ঞী ছিলে,
ছলচক্রে পড়ি' ভিখারিণী হ'লে।
তব বৈভব গৌরব অস্ত সবি;
চির অস্তগত তব সুখ-রবি। [৫৮]

কালাংড়া—কাওয়ালি।

বহু পুত্র হ'লে যদি জননীর সুখ হয়,
কেন রে ভারত তবে ক্ষণতরে সুখী নয়?
বহু ধান্য হ'লে যদি ক্ষুধার যাতনা যায়,
কেন রে ভারত তবে পরদ্বারে ভিক্ষা চায়?
বহু অর্থ হ'লে যদি দারিদ্র্য বিনাশ পায়,
কেন রে দারিদ্র্য তবে ভারতেরে দলে পায়?

বহু পুণ্য হ'লে যদি স্বর্গ-সুখ লাভ হয়,
কেন রে ভারতভাগ্যে অসীম ভীম নিরয়? [৫৯]

কাফি—যৎ।

আর কবে এ ধরায়
তুমি রে সে সুখ পা'বে, হায়?
বিষম সঙ্কটে পা'বে কি পার, যা'বে কি বেদনা-ভার,
ঘোর শোক ভয় হ'বে কি অন্তর, ভারত রে পুনরায়? [৬০]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
কোথা সেই কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণ?
কোথা সে বীরত্ব-লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়কম্পন?
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীরকণ্ঠগান,
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়?—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি হইলে অবীর-ভূমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি-বিড়ম্বন। [৬১]

খাম্বাজ—একতালা।

খননাস্ত্র ধরি' তন্ন তন্ন করি'
অযোধ্যারে আজ কর খনন,
দেখিব কোথায় র'য়েছে গোপনে
রাঘবের ধনুর্ব্বাণ ভীষণ।

যে বাণের শিরে ছুর্ম্মতি রাবণ
নিজ দশ শির করিল অর্পণ,
দেখিব দেখিব সে বাণ কেমন,
কিবা অলৌকিক তা'র গঠন।
শ্রীরামের কর পরশ করিয়া,
যে বাণ গম্ভীরে উঠিত গর্জ্জিয়া,
পর্ব্বতের দেহ শতধা চিরিয়া,
পলকে ছুটিত শতেক যোজন,—
মৃত্তিকা ভেদিয়া এবে সেই বাণ
করিতে নারিল বারেক উত্থান,
খুঁড় খুঁড় মাটী, চাপে চাপে কাটি',
দেখিব বারেক সে বাণ কেমন। [৮২]

পরজ—চৌতাল।

ব্যাসের ভারত এই মম করে,
কুরুক্ষেত্র এই নয়ন-গোচরে,
ঋষির বর্ণনা মিলে না মিলে না,
সেই কুরুক্ষেত্র এবে এ কি রে?
কই কই কুরুপাণ্ডবীয় সেনা,
কই কই ভীমা অসি-ঝনঝনা,
কই সেই রণভূমির নিশানা?
গভীর শ্মশান এ যে দেখি রে!
মাতঙ্গ-বৃংহণ, তুরঙ্গ-নন্দন,
বীরকুল-করে আয়ুধ-কম্পন

ভারতের পাতে এবে আলিম্পন
সমান হ'য়েছে, হায়,—
কুরুক্ষেত্র এবে মরুক্ষেত্র হ'ল,
কালের কবলে বীরেরা পশিল,
বীর-বীর্য্য-গান-পূরিত ভারত
পশিতে কেবল এবে বাকী রে! [৬৩]

পরজ-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কলকণ্ঠময়ি গঙ্গে! এখনো সাগর-পানে
কোন্ মুখে ঢলি' ঢলি' চলেছ মৃদুল তানে?
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি কনক-কণিকারাশি
প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে।
এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক, সতি! ভারত ভরিয়া;
এ পঙ্ক লইয়া মিছে কেন যাও সিন্ধু-কাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে। [৬৪]

কানড়া—আড়াঠেকা।

কে পারে বলিতে, বল, কেন যে হ'ল এমন,
কেন যে ভারত-ভালে বিধাতার বিড়ম্বন?
কি দোষে এমন হ'ল, সুখ চিরতরে গেল,
যন্ত্রণা-যামিনী এল, আকুল হ'ল জীবন।
প্রাণের ভিতরে যেন জ্বলে দাব-হুতাশন,
হতাশে নিরখি' আশা পালা'ল দূরে;—

এই যেন কি যে ছিল, এই যেন হারাইল,
কে যেন হরিয়া নিল, কি এক অমূল্য ধন। [৬৫]

আড়ানা—কাওয়ালি।

কেন ভাঙ্গাইলে ঘুম ?—কেন জাগাইলে ?
কেন মম সুখস্বপ্ন দূরে তাড়াইলে ?
জাগ্রতে যা' দেখি নাই, স্বপনে দেখিনু তাই,
কে যেন ভারতে পুন স্বাধীনতা দিলে।
দেখিলাম শ্রীরামেরে, দেখিলাম যুধিষ্ঠিরে,
ত্রেতায় দ্বাপরে ক্রমে, এ হেন সময়,—
কি হেতু ডাকিলে মোরে, আবার আঁধার ঘোরে
নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ আকুল করিলে! [৬৬]

আড়ানা-বাহার—রূপক।

এখনো কি হেতু, শশী! মুখভরা মৃদু হাসি
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ?
সপ্ত সত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে
রঞ্জিতে ভারত-কায় আজো কি তেমন?
কথা রাখ, মাথা খাও, চির তরে ফিরে যাও,
কাঁদিবার দিনে হাস, ছি ছি এ কেমন?
কৃষ্ণরেখা কিছু নয়, কলঙ্কের পরিচয়
এ হাসে প্রকাশ হ'ল;—হেস না এমন। [৬৭]

সাহানা—ধামার।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন,
কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা' না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুঃখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন;—
হায়, কত দিন আর রসাস্বাদ একতার
ল'বে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরযে ধরিয়া মন? [৬৮]

মোহিনী—তেওট।

কি সহিনি?—সকলই সয়েছি এ জীবনে,
গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, দুঃখ, প্রপীড়ন প্রতিক্ষণে,
কপটের কপটতা, নির্মমের নির্মমতা,
ডাকাতের অত্যাচার সহেছি ব্যাকুল মনে।
কিন্তু যাহা সহি নাই, সহিতে হইল তাই,
ভারত কাঁদি'ছে খেদে, আমরা থাকিতে,—
সকলি সহিতে পারি, এ যে রে সহিতে নারি,
এ অসহ্য দুঃখ, বিধি! ঘুচাইবে কত দিনে? [৬৯]

মোহিনী—আড়াঠেকা।*

(আস্থায়ী)

কে রে, আহা, কাঁদি'ছে সাগর-তীরে।

---

* "ডরে আজু মোহিনিধে মোহনাবে" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)

সাগর-জল'পরে আঁখি ধারা ঢালে,
ভারত-রাজলছমী দুখ কাতরে। [৭০]

বিভাষ (কীর্ত্তনাঙ্গ।)

নিশিদিন, ভারত! রোয়সি কিস লিয়ে,
ভূপর শোয়সি কাহে,
গভীর দীঘল শ্বাস মুহু মুহু তেজসি,
নিয়ত দহসি দুখ-দাহে?
বরষা আওল, পুন ফিরি' যাওল,
শুখাওল ঘন-জল-ধারা,
তব ইহ শোক ঘন আজুতক বরখন
করতহি আঁশু অপারা।
বিহি তুহেঁ বাম ভেল, সব সুখ ঘুচি' গেল,
শোক-শেল বিন্ধল ছাতি;
সূরয উজল কর বরখে নভস'পর,
তব্ধু সোই দীঘল রাতি!
কব বিহি শুভ দিঠি বিথারব তব্ধু'পর,
কব নিশি হোয়ব ভোর?
কব তুহঁ মিঠি বুলি বরখি হরখভরে,
হাম সবে লেয়বি কোর? [৭১]

সিন্ধু (কীর্ত্তনাঙ্গ।)

নিরখ নিরখ, ভাই! কো উহ নারী
মাগত মুঠি-ভিখ রোই ফুকারি?
ঝরত ঝরঝর লোচন-বারি,
আপন ভাগ্য কো দেওত গারি।
কপট নিপট শঠ মানুখ জাতি,
পুছত নাহি উহে কছু মিঠি বাতি।
যহু পাশ যাহে ভিখ কো আশে,
গারি বরথে সোই নিরমম ভাষে।
ভিখ বদল মিলি দারুণ গারি,
সো দুখ সোঙরি রোয়ে ভিখারী।
বুঝনু, ইহ দেশ—নরকহি সাচা,
ইহ দেশ লোক সব ভূত পিশাচা। [৭২]

সুরঠ (কীর্ত্তনাঙ্গ।)

অবহু নভস'পর রভস করসি কাহে
মৃগশিশু কোর ধরু চাঁদ?
মুছি ডারু কৌমুদী, মৃদুহাস বিছুরহ,
হাম সব সঞে আজু কাঁদ।
বিষাদ কো দিনে, কৈছন প্রাণে,
ঐছন করম রে তোরা?
ভারত রোয়ত, ভূত, মূঢ়! হাসসি,
হাস মত, মিনতি মোরা। [৭৩]

জয়জয়ন্তী (কীর্ত্তনাঙ্গ।)

এক নারী পেখনু হাম বনমাঝ,
ঝামর দেহা অপহৃত সাজ।
দুরজন দুসমন শমন সমানা
ছিনি লেই ভাগল ভূষণ নানা!
চৌঠাম বেঢ়ই কণ্টক গাছা,
ভাগল নারকী দস্যু পিশাচা।
সরবস খোই, রোয়য়ে অনাথা,
তাকু সঙ্গে রোয়ল পাদপ-পাতা।
শিখিকুল পিককুল রোই আকুলা,
রোয়ল বল্লরী বন ফল ফুলা।
পশুদল রোয়ল শোক ফুকারি,
সব জন জিনি রোয়ে সো দীনা নারী। [৭৪]

বেহাগ—আড়াঠেকা।

গঙ্গাজল ছুঁয়ে আজ শপথ করিব সবে,
সাধিতে স্বদেশ-হিত, যতক্ষণ প্রাণ র'বে।
তুচ্ছবল তৃণদল একতায় পায় বল,
একতায় অগ্নিজল সুবল-ফল প্রসবে।
আমরা কি হেতু তবে একত্র না হই সবে,
স্ব স্ব আর স্বদেশের মঙ্গল তরে?—
অনৈক্যে অনেক দোষ, একতায় পরিতোষ
যেরূপ, সেরূপ কভু স্বর্গেও নাহিক হ'বে। [৭৫]

বিহঙ্গড়া—ঢিমাতেতালা।

আমাদেরি দোষে, ভাই! আমাদের জন্মভূমি
স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে, হায়, হ'য়েছে শ্মশান-ভূমি।
স্বর্গবাসী হ'য়ে সবে কেমনে নরকে র'বে ?
এস পুন স্বর্গপথে হই এবে অগ্রগামী।
সুখেচ্ছা সবার যদি, তবে কেন দুখ-নদী
আমাদিগে ভাসাইয়া, সবেগে ব'বে ?—
যদি বল ধন নাই, মন ত র'য়েছে, ভাই!
সাধিলে হইবে সিদ্ধি, সহায় জগতস্বামী। [৭৬]

কল্যাণ—আড়াঠেকা।

দুর্ঘট কিছুই নয়, স্থাপন করহ ঘট ;
সম্মুখে তাহার রাখ শক্তির বিশাল পট।
বক্ষ চিরি' দশ নখে ডুবাও অম্লান মুখে
শোণিতে রকত জবা, ভকত-পূজন রট।
আলস্য,-অনৈক্য-মেষ বলি দিয়া কর শেষ,
চিত-হোমকুণ্ডে ঢাল উৎসাহ-হবিঃ ;—
যতনে করিয়া ভর, মঙ্গল-আরতি কর,
জাগাও শক্তিরে পুন, ঘুচিবে সব সঙ্কট। [৭৭]

কেদারা—কাওয়ালি।

মনে করি, ভারত রে! ভুলিব তোমায় ;
মনে করি ভুলিবার পাইব উপায়।

মনে করি ছেড়ে তোরে,   যাইব অরণ্য ঘোরে,
যাপিব জীবন-শেষ, বিজন যথায় ;
কিন্তু কেন নাহি পারি,   কেন এ নয়নবারি
পলকের তরে, হায়, নাহিক শুকায় ?—
সতত শঙ্কিত হ'য়ে,   তোর অঙ্ক'পরে র'য়ে,
এত যে যন্ত্রণা, তবু মন ভুলে যায়। [৭৮]

ইমন্-কল্যাণ।

শৈল হিমালয়!   উন্নত শেখর
আনত কর কর হে!
ভারত ঢাকি'   চিরদিন কারণ
লুঠহ ভূমি'পর হে!
তব ভীম চাপে   ভারত দীনা
যাক্ রসাতল হে!
এ দুখ হ'তে   সে শতগুণে
শুভকর শুভফল হে!
অবিরল কাঁদি'   লোচন-নীরে
ভারত ভাসে হে!
এ হ'তে ভাল,   যদি তব হিম
ভারতে গ্রাসে হে!
পরপদাঘাতে   ভারত মা'র
ক্ষীণ দেহ গুঁড়া হে।
এ হ'তে ভাল,   যদি পড়ে ভাঙি'
তব ভীম চূড়া হে! [৭৯]

ভৈরবী।

আয় গো জননি! দিবস রজনী
গলা জড়াইয়ে তোর,
ও তব দগধ বুকে আঁখি রাখি',
ঢালি মা, নয়ন-লোর।
তব বুক জ্বালা যদিও কতক
ঘুচাইতে পারি তায়,
তা হ'লে ক্ষণেক 'প্রাচীন ভারত'
নিরখিব মা তোমায়।
সেই ক্ষণকালে আমিও, জননি!
পূরা'ব মনের আশ,
যাতনা গভীর যাইব ভুলিয়া,
ক্ষণেক স্বরগবাস।
দেখিব নয়নে,— এই ভাগীরথী
বহি'ছে সুধার বাহে,
বৃদ্ধ ঋষিকুল তুলি' ফোটা ফুল
ভাসা'য়ে দিতেছে তাহে।
বনের ভিতরে পবিত কুটীরে
হ'তেছে বেদের গান;
মুনিগণ সুখে হুতাশন-মুখে
করি'ছেন হবি দান।
যেখানে সেখানে কনক-আঁখরে
'স্বরগ' শবদ লেখা;

আহা মরি যেন হাসে মুখ ভরি'
অচল বিজলী-রেখা।
সেই ক্ষণকালে দেখিব আবার
আর্য্যের অতুল দাপে
অনার্য্যেরা ভয়ে থতমত খেয়ে
ভূধর-গহ্বরে কাঁপে।
আজি যেই দশা, ভুলিব তাহারে,
শুখা'বে নয়ন-লোর,
তাই সেই লোরে ভিজাইব আজি
দগধ হৃদয় তোর। [৮০]

বেহাগ।

বিষাদের দিনে কি সাধে বাজাও,
ভাই রে! আমোদে মাতিয়া বীণ?
ছিঁড়ে ফেল তার, নিবুক ঝঙ্কার,
এ যে ঘোরতর দুখের দিন।
বাল্মীকি, নারদ এবে অন্তর্হিত,
দেবদত্ত বীণা নাহিক আর;
কেনা বীণে, বল, কি হইবে ফল?
কিবা সুখ বেঁধে বিলাতী তার।
অযুত অশনি দিবস রজনী
গরজি গভীর ধাঁধি'ছে কাণ,
জানি না কি সুখে, ওরে ও অবোধ।
বীণা বাজাইয়ে তুষি'ছ প্রাণ!

সারাদিন খেটে, ভাত নাই পেটে,
ঘুচিল না, হায়, মলিন বাস,
তবু, রে অবোধ! জানি না কেন যে
বীণার বাদনে করি'ছ আশ।
ভেঙে ফেলে বীণা, ভাসাও সাগরে,
কি বলিবে লোকে এ কাজ দেখে?
পাগলেও তোরে বলিবে পাগল,
নাম তোর বুকে রাখিবে লিখে। [৮১]

ভৈরব—আড়াঠেকা।

নীল নভে লাল রঙে কেন উঠ, দিনমণি?
কেন উঠে পাখি-গণে দিলে জাগরণ-ধ্বনি?
সে ধ্বনি শুনিয়া কাণে, অশনি পড়িল প্রাণে,
মরমের তরে তরে দংশিল অযুত ফণী।
বিশাল আকাশে র'য়ে, লজ্জার কারণ হ'য়ে,
থেক না হে ক্ষণকাল, পুন ডুবে যাও;—
যেরূপ অদৃষ্ট-বল, ফলুক সেরূপ ফল,
'দিবা' নাম ঘুচে যা'ক্, আসুক চির রজনী। [৮২]

পরজ—একতালা।

এ কি বিড়ম্বনা, বিধি হে তোমার;
হৈমভূমি হ'ল অকূল পাথার;
বীণাধ্বনি গিয়ে, উঠে হাহাকার,
হাসির বদলে নয়ন-জল!

হৃষ্টপুষ্ট কায় কঙ্কাল হইল,
চিরোন্নত শির ভূতল ছুঁইল,
সুধার সাগরে গরল উঠিল,
ঘুচিল প্রাণের জীবন্ত বল।
প্রতি পলে পলে যে আগুন জ্বলে,
সে আগুন, হায়, নিবে না যে জলে,
দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বলে
হুহুঙ্কার ছাড়ে হৃদয় মাঝে!
উত্তরে হিমাদ্রি, কুমারী দক্ষিণে,
পূর্ব্বে মণিপুর, সিন্ধু সে পশ্চিমে
গেল পুড়ে গেল, ভস্ম হ'য়ে গেল
কোটি কোটি বক্ষ এ হুতাশ-তেজে। [৮৩]

(রামপ্রসাদী সুর।)

খাম্বাজ জংলা—একতালা।

তোমাদের এ কি বিবেচনা,
ঘরের তূল পরকে দিয়ে কাপড় চাদর কেন কেনা?
আপনার মায়ে ভুলে গিয়ে, পরের মায়ের উপাসনা,
কাজে কাজেই আজন্মকাল ঘুচ্‌ল না ক ছেঁড়া টেনা।
কড়া মূলের ঝোড়াখানেক পিতল কেন দিয়ে সোণা,
তোমরা যে কি বুদ্ধিমান,তা' এত দিনে গেল চেনা।[৮৪]

(রামপ্রসাদী সুর।)

খাম্বাজ জংলা—একতালা।

(ওরে) মনে মুখে তফাৎ কেন ?
(ওরে) এই তফাতে পরের হাতে ফতে হ'ল সিংহাসন।
সভায় গিয়ে মুখের কথায় দেখাও খুলে খোলা প্রাণ,
(কিন্তু) কাজের বেলায় আর নড় না, কাঠে গড়া পুতুল যেন।
দিনে রেতে খেতে শুতে সময় কাটাও যেন তেন,
স্বার্থী হ'য়ে অর্থ দিয়ে ফক্কিকারী খেতাব কেন!
পরের পায়ের ধূলা চেটে মিছে বাড়াও নিজের মান,
(ছি ছি)নিজের টাকা পরকে দিয়ে চাকর সেজে ফিরে আন।[৮৫]

(রামপ্রসাদী সুর।)

খাম্বাজ জংলা—একতালা।

মিছে অসার অহঙ্কারে,
বুক ফুলিয়ে চেন্ ছুলিয়ে 'হাম্‌বড়া' ভাই! বল কা'রে ?
পরের হাতে কলের পুতুল জেনেও কি তা জান না রে,
ধমক শুনে থমকে দাঁড়াও, তবু লাফাও কোন্ বিচারে ?
আস্তাবলে ঘোড়া গাড়ী, দ্বারে সিপাই পাহারা রে,
মনিব সেজে নফর খাটাও, নিজে নফর ভাব না রে। ৮৬

(রামপ্রসাদী সুর।)

খাম্বাজ জংলা—একতালা।

মন্ বসে না দেশের হিতে,
বাগান-ভোজে যাও রে ম'জে, গরিবগুলি পায় না খেতে।

গেজেটে নাম উঠ্‌বে ব'লে টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও, ক্ষুধিত ব'সে খালি পাতে।
হজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও, হাজার সেলাম ঠুকে মাথে,
কাজের বেলায় কাণা হ'লে, দেশটা গেল অধঃপাতে। [৮৭]

(রামপ্রসাদী সুর।)

খাম্বাজ জংলা—একতালা।

মন্! কেন তুই অধীর হ'লি ?
মড়ার কাছে কেঁদে কেঁদে বুক চাপ্‌ড়ে মিছে মলি!
দেশের দুঃখ জানা'স্ যা'রে,সেই যে তোরে দেয় রে গালি,
পাগল ব'লে ধূলি দিয়ে, হেসে দেয় রে করতালি।
যা'স্‌নি কাছে, শুন্‌বি মিছে, পেঁচার মুখে কাঁচা বুলি,
কষ্ট যদি, আপ্‌নি কেঁদে, কাটাও দুখে চিরকালি।
ভারত-পাগ্‌লা বল্‌বে তোরে, ভারতের নাম কর্‌লে খালি,
ঘোর্ উপহাস আশায় হতাশ কর্‌বে মুখে দিয়ে কালি। [৮৮]

গৌরী-ভৈরব—মধ্যমান।

আহা মরি, হরি হরি, কে রে ও দুখিনী নারী
যমুনার কূলে বসি' জলে ঢালে আঁখি-বারি ?
উহার রোদন দেখে, যমুনাও যেন দুখে
কুলু কুলু রবে কাঁদে, বারি বহে ধীরি ধীরি।
কুলু কুলু রবে, হায়, অই যেন শুনা যায়,—
"চিরদিন সম নয়, পোহাইবে বিভাবরী।"

প্রতিধ্বনি সেই রবে, ভরসা পুন প্রসবে,—
"চিরদিন সম নয়, পোহাইবে বিভাবরী।" [৮৯]

বেহাগ—মধ্যমান।*

(আস্থায়ী)

তব দুখ ক'ব কা'রে ?
জননি ! সবে বধির শোক হাহাকারে।

(অন্তরা)

কিমাদ্রি কাতর-মন, হাহুতাশে ভাসমান
হিমাসারে ;
ভারত-মহাসাগর তব শোকে জর জর
বীচি-ধারে।
যমুনা জাহ্নবী দোঁহে ভাসি'ছে লোচন-লোহে
ক্ষীণাকারে ;
নতশিরা বিন্ধ্যাচল আরো নত, মাগো ! তব
শোকভারে।† [৯০]

ভৈরবী—আড়াচৌতাল।‡

(আস্থায়ী)

দে আজ মোরে সাজা'য়ে সাজা'য়ে যোগী রে।

---

* "অব কেসেঁ ধীরা ধরে'।" গানের সুর ও তাল।

† পুরাণে লিখিত আছে যে, অগস্ত্য মুনিকে বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি যতক্ষণ দক্ষিণ দিক হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হই, ততক্ষণ তুমি এই অবস্থায় থাক। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, কিন্তু ফিরিলেন না, সুতরাং বিন্ধ্যাচল বরাবর নত হইয়া রহিল।

‡ "দে আজ আদে জমেরে ওমেরে" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)

জটজূট চীর দে করঙ্গ, যদি পারি,
আনি সে রতন মাগি' রে।
কি হ'বে রে ঘোর শ্মশানে ?—শব সঙ্গে ?
কি হ'বে একক জাগি' রে ! [৯১]

মালকোশ—চৌতাল।*

(আস্থায়ী)

ভীষণ রাবে গর্জ্জ, হে সিন্ধু !
ঘোর তেজে, তিষাম্পতি ! গগনে ধাও।

(অন্তরা)

ভীম অশনি তুমি বিদর বিদর ভূমি,
হিমাদ্রি শতধা ভেঙে যাও।

(সঞ্চারী)

অসংখ্য উলকাপিণ্ড দগধি' চৌধার আজি,
ভুবন ভসম করি' দাও ;—

(আভোগ)

মেঘ কঙ্কররাশি অবিরাম ঢাল ঢাল,
পবন নিপাত-গীত গাও। [৯২]

ললিত—একতালা।†

(আস্থায়ী)

দেখ, ভাই ! উঠে রে, দেখ, ভাই! উঠে রে,
পরে সব ধন লুটে রে !

---

* মহামায়ে, যোগেশজায়ে" গানের সুর ও তাল।
† ...রেওয়ালা গাড় রে, গেরেওয়ালা গাড় রে" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)

কর পদ থাকিতে, নাহি চাও বারিতে,
পরে সব ধন লুটে রে!
অনশনে থাকিলে, ভূমিতলে শুইলে,
পরে সব ধন লুটে রে!
হরি হরি, মরি রে, চতুরতা করি' রে,
পরে সব ধন লুটে রে!
অলসতা ত্যজিয়া, উঠ উঠ জাগিয়া,
পরে সব ধন লুটে রে!
পারাবার তরিয়া, হেমভূমে আসিয়া,
পরে সব ধন লুটে রে!
ছি ছি, ভাই! কেমনে নিরখি'ছ নয়নে,
পরে সব ধন লুটে রে! [৯৩]

ইমন্‌কল্যাণ—চৌতাল।*

(আস্থায়ী)

যাও, নিদ্রা! যাও ছাড়ি',
যা'রে অনৈক্য ছাড়ি' দেশ;
যা'রে বিলাস হ'য়ে লীন,
যা'রে স্বার্থ দর্প দ্বেষ।

(অন্তরা)

বিবাদ বিসম্বাদ,
উলটি' পালটি' বিদূর হ'রে;

---

* "সুখে মৃত্যু সুখে বাণী" গানের সুর ও তাল।

হৃদয়ে হৃদয়ে ঢালি'
দেব-অমৃত-লহরী,
শকতি মা! এস এস। [৯৪]

যোগিঞা—কাওয়ালি।†

(আস্থায়ী)

বিধি! কর মোচন ভারতে বিপদ ভয়ে
দয়া নিরভয় দানে।

(অন্তরা)

দগ্ধ হৃদয় শতধা ফাটি'ছে প্রহারে,
কাঁদি'ছে নিপীড়িত প্রাণে। [৯৫]

আশা—ঠুংরি।

মাত ভারত-ভূমি! অব তোমারি
মলিন মুখকমল নেত্রে নেহারি',
ভীম শোকানল দহত হৃদয় মম,
ঝরত ঝর ঝর লোচন-বারি।
বীরপ্রসূতি! তব স্বাধীনতা-রবি
অস্তমিত এবে, হায়;—
ঘোর দুখনিশা ভরল দশ দিশি,
মুখ তব অাঁধারি'। [৯৬]

---

† 'আজু বন ভঞ্জন' গানের সুর ও তাল।

খাম্বাজ জংলা—কাশ্মীরী খেম্‌টা বা দাদ্‌রা।*

[গজল্।]

(আস্থায়ী)

বাড়িল জ্বালা ;
ছিন্ন হও চৌ বিভাগে, রে মন ! প্রাণ !

(অন্তরা)

ভেঙ্গে যা, গিরি ! মেদিনি !
যাও যাও আলো নিবা'য়ে ;—
উঃ, কত আর প্রাণে রে
দুখ্ সহিব, হায়, দু'বেলা !
ইন্দু ! ও তোর চাঁদনি
কৈ আর তেমন, হায় ;—
বল্ কেন, চাঁদ্ ! পুড়ে রে,
তোর কিরণে হই উতলা ?
দুঃখ ও তোর, ভারত !
যায় যায় কেন না যায় ;—
যা'ক্ পুড়ে সব্, বাঁচি রে,
আর সহে না, হায়, এ জ্বালা। [৯৭]

পিলু—কাশ্মীরী খেম্‌টা।†

(আস্থায়ী)

বরষিও না রে, ও ধারা আর আঁখি দিয়া।

---

* "বারোজী টোলা, মহলা কৈঁও মেই" গানের সুর ও তাল।

† "বিসরইও না রে ও রাজা মোতি মুরতি"য়া" গানের সুর ও তাল।

(অন্তরা)
দেখিতে তোরে নারি, কাঙ্গালিনি রে,
কাঁদিয়া কেন আর, কাঁদিয়া কেন আর,
ভারত! মোরে দুখ দিয়া, নিজেও দুখ পাও? [৯৮]

বারঞা-পিলু—আদ্ধা কাওয়ালি।*

(আস্থায়ী)
নিদয় বিধি রে! দয়া কি রে হয় না?
(অন্তরা)
সব যে গেল চুরি; ভারত ভিখারী রে,
নিশিদিন ঝরি'ছে নয়ন!
পরকে দেও ঢালি, ভারতের ধন রে,
ছি ছি, তোর বিচার কেমন! [৯৯]

উদ্দীপনা।

খাম্বাজ—একতালা।

ছাড় ঘুমঘোর, গায়ে কর জোর,
রে ভারতবাসী! হ'ল নিশি ভোর,
জাগিল সকলে; তোমরা কি ব'লে
এখনো শয়ান র'য়েছ, ভাই?
আত্মা প্রাণ মন নাহিক যাহার,
এরূপ শয়ন উচিত তাহার,
শব যেই জন, তা'রি এ শয়ন,
জীবিত জীবের সাজে কি তাই?

* "কদর পিয়া হো, জাগি তোসেঁ নয়না" গানের সুর ও তাল।

জাগে ইউরোপ প্রভাতীয় সাজে,
তোমরা শুইয়া এখনো কি লাজে?*
অলস হইয়া জীবনের কাজে,
  আরো কি থাকিবে, ভারতবাসী?
সূর্য্যোদয় হ'ল, খুল আঁখি খুল,
আলস্য-আঁধার শয়নেরে ভুল,
এ মিনতি মম, তুল দেহ তুল,
  নিরখ রবির কিরণরাশি।

প্রতি প্রাতে নভে উঠে দিবাকর,
করেছ কি কভু নয়ন-গোচর?
আরো কত কাল নয়ন মুদিয়া,
  অন্ধের মত থাকিবে, হায়?
ষাট কোটি চক্ষু চিরনিমীলিত,
ত্রিশ কোটি প্রাণী প্রাণ সত্বে মৃত,
কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
  মরম চিরিয়া কহিব কায়?

প্রভাত হইল, ইংলণ্ড জাগিল,
ভারতবাসীরা ঘুরে ঘুমাইল!
প্রভাত হইল, ইংলণ্ডীয়গণ
  স্বাধীন করমে পশিল সুখে,
ইংলণ্ডের দাস ভারতীয়গণ,
স্বাধীন ব্যবসা দিয়া বিসর্জ্জন,

* ভৌগলিকের মতে ঠিক্ এক সময়ে ভারতে ও ইউরোপে প্রভাত হয়

অবনত মাথে কুটা ল'য়ে দাঁতে,
দাসত্বে পশিল অম্লানমুখে !

কি লজ্জার কথা, এ মরম ব্যথা
কোথায় রাখিব ?—স্থান পাই কোথা ?
ভারতের রক্তে সংখ্যার অতীত
গোলাম করেছে জনম লাভ !
পৃথিবি রে, যা রে, কোটি খণ্ড হ'য়ে,
কোটি বজ্র পড় ঘোর গরজিয়ে,
আয় রে প্রলয় ! এস মহাকাল !
আয় জলধির কল্লোল-রাব !

প্রকৃতি ! এখনো কোন্ মুখে বল,
গোলামের মুখে দৃষ্টি-ধারা ঢাল ?
ছাড় হুহুঙ্কার, হৌক চূরমার
গোলামের দেশ ভারতভূমি।
নূতন ভারত কর গো স্বজন,
এ ভারতে আর নাহি প্রয়োজন ;
গোলাম যথায়, নরক তথায়,
কিরূপে নরক দেখি'ছ তুমি ?

যে ভারতে তুমি দেখেছ সেকালে
স্বাধীন ব্যবসা সকালে বিকালে ;
দাসত্বের মুখে কোটি পদাঘাত
করিতে দেখেছ যে সব নরে।

সে ভারতে তুমি, বল সত্য করি',
কি দেখি'ছ এবে দিবস শর্ব্বরী,
ভূতসাক্ষী তুমি, কর সাক্ষ্যদান
তা'রাই কি এরা—গোলামী করে?

না না,—না না,— তাহা কখন কি হয়?
স্বর্গীয় জীবেরা ছোঁয় কি নিরয়?
নরকের কীট নর-মূর্ত্তি ধরি'
গোলামী করি'ছে ভারতে এবে!
দাসত্ব করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল,
দাসত্বের মূলে বাঙ্গালির বল,
স্বাধীন ব্যবসা জলন্ত গরল,;
স্বর্গলাভ পর-চরণ সেবে!

হায়, এ কি হ'ল!—কেন এ দেশীরা
দাসত্বের নামে হয় ঊর্দ্ধশিরা?
স্বাধীন ব্যবসা শুনে দিশাহারা,
নিরখে চৌধার অঁাধার খালি!
মুখে রক্ত তুলে পর-পদ ধু'লে
কোন্ পুণ্য হয় মানুষের কুলে,
এই পুণ্য—জমা থাকে চুলে চুলে
পরের পাদুকা-বর্ষিত ধূলি!

পরপদধূলিভোজী যেই জন,
জানি না তাহার হৃদয় কেমন,
জানি না সে মূঢ় মানুষ কি পশু,

জানি না হৃদয় কিসের তা'র ?
সাগর তরিয়া, আসিয়া হেথায়,
ঘরের মানুষে পরেরা খাটায়,
কত পদাঘাত কথায় কথায়,
মাথায় চাপায় পাদুকা-ভার !

শাকান্নও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
ক্ষীরো ভাল নয় অধীন হইয়া,
মরণও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
বাঁচা ভাল নয় অধীন থেকে ;
স্বাধীনে স্বরগ, নরক অধীনে,
রে ভারতবাসী ! বুঝিবি ক' দিনে ?
ব্যবসা বাণিজ্য দিলি জলাঞ্জলি,
কি সুখ লভিলি দাসত্ব শিখে ?

ভারতের ধনী—বাঙ্গালার ধনী,
রাশি রাশি টাকা বসি' বসি' গণি'
আর কতকাল—দিবস রজনী—
যক্ষের মতন থাকিবে, হায় !
সোণার ভারত অধঃপাতে যায়,
ক্ষণেক ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহায়,
এ মরম-দুখ কহিব কাহায়,
স্বদেশের দিকে কেউ না চায় !

যতন করিলে মিলয়ে রতন,
কত দিনে মনে হ'বে জাগরণ ?

SANGĪTA-ŚĀSTRA-PRAVEŚIKĀ,

OR

A RESUMÉ IN BENGALI

OF

THE PRINCIPLES OF HINDU MUSIC AS LAID DOWN IN THE SANSKRIT AUTHORITIES:

BY

RAJAH SOURINDRO MOHUN TAGORE,
Mus. Doc., Sangīta-Nāyaka,
Companion of the Order of the Indian Empire;
FOUNDER AND PRESIDENT, BENGAL ACADEMY OF MUSIC; KNIGHT COMMANDER OF VARIOUS ORDERS OF KNIGHTHOOD, AND HONORARY PATRON, PRESIDENT AND MEMBER OF VARIOUS LITERARY, SCIENTIFIC, AND HUMANITARIAN SOCIETIES AND ACADEMIES OF EUROPE, ASIA, AFRICA AND AMERICA.

Calcutta:
Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press,
249, Bow-Bazar Street, and Published by the Bengal
Academy of Music, Pathuriaghata Rajbati.

1884.

সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকা।

অর্থাৎ

সংস্কৃত-সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ।

ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকাদেশীয় বহুবিধ
অর্ডারের নাইট-কমাণ্ডার এবং বিবিধ বিজ্ঞান,
সাহিত্যাদি সভার অনরেরি পেট্রন্,
প্রেসিডেণ্ট বা মেম্বর
রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিউজিক ডাক্তার,
সঙ্গীত-নায়ক,
কম্প্যানিয়ন অব দি অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার
এবং
বঙ্গ-সঙ্গীত-সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
কর্ত্তৃক প্রণীত

এবং
কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী হইতে
বঙ্গ-সঙ্গীত-সভাদ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীর বহুবাজারস্থ ১৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

ভূমিকা।

এপর্য্যন্ত যতগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে তন্মধ্যে এমন এক খানিও গ্রন্থ নাই যাহা দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীতের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমি সেই অভাব মোচন করিবার মানসে নানা সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র অবলম্বনে সঙ্গীতের অবশ্য জ্ঞাতব্য সমুদায় বিষয়েরই স্থূল স্থূল বিবরণ সঙ্কলন করিয়া "সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকা" নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিলাম; ইহাতে সঙ্গীতসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এক্ষণে ইহা দ্বারা বিদ্যালয়স্থ সঙ্গীতশিক্ষার্থী বালকদিগের অণুমাত্রও উপকার দর্শিলে শ্রমসাফল্য জ্ঞান করিব ইতি।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী,
৫ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রকরণ।			পৃষ্ঠা।
গীত দোষ...	...	...	... ১৬
বাদ্যাধ্যায়...	...	...	... ১৭
তত যন্ত্র ...	...	...	... ঐ
আনদ্ধ যন্ত্র ...	...	...	... ১৮
শুষির যন্ত্র!...	...	...	... ঐ
ঘন যন্ত্র ...	...	...	... ঐ
মার্দ্দঙ্গিক লক্ষণ	...	...	... ১৯
তালাধ্যায়...	...	...	... ২০
দেশীতালের নাম	...	...	... ২৪
নৃত্যাধ্যায় ...	...	...	... ২৬
অভিনয় ...	...	...	... ঐ
আঙ্গিকাভিনয়	...	...	... ঐ
বাচিকাভিনয়	...	...	... ২৭
আহার্য্যাভিনয়	...	...	... ঐ
সাত্ত্বিকাভিনয়	...	...	... ঐ
নৃত্য ...	...	...	... ঐ
রস ...	...	...	.. ২৮
ভাব ...	...	..	... ঐ
বিভাব ...	...	...	... ঐ
অনুভাব ...	...	...	... ২৯
ব্যভিচারি ভাব	...	..	... ঐ
রসের প্রকার ভেদ	...	...	... ঐ
রতি ...	...	...	... ঐ

প্রকরণ। পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

প্রকরণ।				পৃষ্ঠা।
উড়ুপ নৃত্য	...	...	...	৪৩
নেরি নৃত্য	...	...	...	ঐ
নটনেরি নৃত্য	...	...	...	৪৪
ভাবনেরি নৃত্য	...	...	...	ঐ
শুদ্ধনেরি নৃত্য	..	...	...	ঐ
সালঙ্কনেরি নৃত্য	...	...	...	ঐ
সঙ্কীর্ণ-নেরি নৃত্য	...	...	...	ঐ
করণ-নেরি নৃত্য	...	...	...	ঐ
মিত্র নৃত্য	...	...	...	৪৫
চিত্র নৃত্য	...	...	...	ঐ
নেত্র নৃত্য	...	...	...	ঐ
জারমাণ নৃত্য	...	...	...	ঐ
মৃক্ নৃত্য	...	...	...	ঐ
হল্ল নৃত্য	...	...	...	৪৬
লাবণী নৃত্য	...	...	...	ঐ
কর্ত্তরী নৃত্য	...	...	...	ঐ
তুল নৃত্য	...	...	...	ঐ
প্রসার নৃত্য	..	...	...	ঐ
উৎপ্লুতাদ্য নৃত্য	...	...	...	ঐ
রাসবল্লাল নৃত্য	...	...	..	৪৭
অরাল নৃত্য	...	...	...	ঐ
নিঃশঙ্ক নৃত্য	..	...	..	ঐ
কুক্কুমরী নৃত্য	..	..	...	ঐ

To

A. W. CROFT, Esq., M.A., C.I.E.,

Director of Public Instruction, Bengal,

AND

Patron, Bengal Academy of Music,

THIS PAMPHLET

IS

RESPECTFULLY DEDICATED

BY

HIS OBLIGED AND HUMBLE SERVANT,

THE AUTHOR.

সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকা।

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনের প্রত্যেককেই সঙ্গীত বলে*। মার্গ ও দেশীভেদে সঙ্গীত দুই প্রকার হইয়া থাকে। ব্রহ্মা যে সঙ্গীত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ভরত ঋষি মহাদেবের সম্মুখে যে সঙ্গীতের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, তাহাকে মার্গ সঙ্গীত এবং প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় রীতিতে সেই সেই দেশবাসী জনগণের চিত্তরঞ্জক সঙ্গীতকে দেশী সঙ্গীত বলে। জনসমূহের চিত্তরঞ্জকতাই সঙ্গীতের সাধারণ গুণ। যে গীত, বাদ্য বা নৃত্যে চিত্তরঞ্জন না হয়, তাহাকে সঙ্গীতমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে শাস্ত্রদ্বারা সঙ্গীতের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র বলে। প্রাচীন সঙ্গীতবিদ্ পণ্ডিতেরা সঙ্গীতশাস্ত্রকে সাত অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়,

* এতৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কোন গ্রন্থকার গীত ও বাদ্য এই উভয়ের যুগপৎ মিলনকেই সঙ্গীত বলিয়া থাকেন। কোন গ্রন্থকারের মতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের একত্র সমাবেশ না হইলে সঙ্গীত পদবাচ্য হইতে পারে না।

প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় এবং নৃত্যাধ্যায়। তন্মধ্যে নৃত্যাধ্যায়ই কিঞ্চিৎ বিশদরূপে প্রকাশ করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য, তবে অপর ছয়টি অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা যাইবে।

স্বরাধ্যায়।

নাদ (ধ্বনি) ব্যতিরেকে সঙ্গীতের কোন অংশই সম্পন্ন হইতে পারে না, যেহেতু গীত নাদময়, অর্থাৎ নাদস্বরূপ, বাদ্যও নাদদ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই উভয়ের অনুগত, অতএব অগ্রে নাদের বিষয় বলা যাইতেছে। নাদ দ্বিবিধ, যথা,—অনাহত ও আহত। যতীরা যে নাদকে ব্রহ্মজ্ঞানে গুরূপদিষ্ট উপায়ে সর্ব্বদা উপাসনা করেন, সেই আকাশসম্ভব, নিত্য নাদকে অনাহত নাদ বলে, অনাহত নাদোপাসনায় লোকে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা চিত্তরঞ্জন হয় না। উভয় বস্তুর অভিঘাতোৎপন্ন নাদকে আহত নাদ বলে। সেই আহত নাদ যদি শ্রুতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া স্বররূপে পরিণত হয়, তাহার উপাসনায় চিত্ত রঞ্জন এবং সংসারবন্ধন ছেদন হইতে পারে।

শ্রুতি।

যাহার স্বরূপমাত্র শ্রবণগোচর হয়, যাহা স্বরের অতি সূক্ষ্ম অবয়ব বলিয়া পরিগণিত, তাহাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি দ্বাবিংশতিটি।

স্বর।

শ্রুতির অনন্তরভাবী, অনুরণনাত্মক, স্নিগ্ধ এবং রঞ্জন গুণবিশিষ্ট ধ্বনিকে স্বর বলে। স্বর সাতটি, যথা,—ষড়্জ বা স, ঋষভ বা রি, গান্ধার বা গ, মধ্যম বা ম, পঞ্চম বা প, ধৈবত বা ধ এবং নিষাদ বা নি। এই সাতটি স্বরে বাইশটি শ্রুতি

এই ভাবে অবস্থিত, যথা,—সতে চারি, রিতে তিন, গতে দুই, মতে চারি, পতে চারি, ধতে তিন এবং নিতে দুই। স্বর সমুদয় যখন পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসংখ্যানুসারে থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রকৃত স্বর এবং উক্ত নিয়মের বিপরীতভাবে থাকিলে অর্থাৎ শ্রুতির ন্যূনাধিক্য ঘটিলে বা অন্য স্বরের শ্রুতি গ্রহণ করিলে তাহাকে বিকৃত স্বর বলে, স্বর দ্বাদশ প্রকারে বিকৃত হয়। এই সপ্ত স্বর ব্যবহারকালে বাদী, সম্বাদী, বিবাদী এবং অনুবাদী এই চারি প্রকার হইয়া থাকে।

সপ্তক।

সাতটি স্বর পর পর উচ্চারিত হইলে সপ্তক হয়, সপ্তক তিনটি, যথা,—মন্দ্র (উদারা), মধ্য (মুদারা), তার (তারা)।

বাদী।

যে স্বর রাগের আলাপ সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হয়, এবং যাহা দ্বারা রাগের মূর্ত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহাকে বাদী স্বর বলে। বাদী স্বর ব্যতিরেকে রাগের মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না বলিয়া ইহাকে রাজা স্বর বলে।

সম্বাদী।

যে দুই স্বরের মধ্যে আট বা দ্বাদশ শ্রুতি ব্যবধান আছে, তাহারা পরস্পর সম্বাদী। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী স্বর ব্যতিরেকে সমান শ্রুতি-বিশিষ্ট স্বর এবং ঋষভ ও পঞ্চম পরস্পর সম্বাদী। সম্বাদী স্বর বাদী স্বরের অমাত্যবৎ।